CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-71 ■ 11 December, 2025 ■ আগরতলা ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

‘ভোট চুরি’ নিয়ে লোকসভায় শাহ ও রাহুলের তীব্র বাকবিতন্ডা

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ।। লোকসভার অধিবেশন বুধবার উত্তপ্ত মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল, যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তৃতায় হস্তক্ষেপ করে বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী তাকে ’ভোট চুরি’ বিষয়ে বিতর্কে জড়াতে চ্যালেঞ্জ করেন। এই সংঘর্ষটি ঘটেছিল যখন লোকসভায় নির্বাচন সংশোধন নিয়ে আলোচনা চলছিল।

বক্তৃতায় অমিত শাহ বলেন, বিরোধীরা বিশেষ ইন্টেনসিভ রিভিশন নিয়ে উদ্বিগ্ন, কারণ এতে অবৈধ অভিবাসীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে। তবে, গান্ধী তীব্রভাবে শাহের বক্তৃতায় হস্তক্ষেপ করে বলেন, ’আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, আমার প্রেস কনফারেন্স নিয়ে বিতর্ক করুন।’

শাহ তাৎক্ষণিকভাবে পালটা দেন, ’তিনি (রাহুল গান্ধী) যা বলবেন তা আমি ঠিক করতে পারি না, তাকে ধৈর্য্য ধরতে শিখতে হবে। আমি আমার বক্তৃতার সময় এবং বিষয় ঠিক করি।’

এই বছরের শুরুর দিকে, গান্ধী তিনটি প্রেস কনফারেন্সে অভিযোগ করেছিলেন যে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভোট চুরির সঙ্গে যুক্ত। তিনি কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় ভোট চুরির উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন।

গান্ধীর হস্তক্ষেপের পরও শাহ তার আক্রমণ আরও তীব্রভাবে চালিয়ে যান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গান্ধীর ’হাইড্রোজেন বোম্ব’ ছিল শুধু ”ভোট চুরি” এর একটি কল্পিত ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা। শাহ আরও দাবি করেন, কিছু পরিবার পুরনো প্রজন্ম ধরে ’ভোট চোর’ হিসেবে পরিচিত, যা নেহরু-গান্ধী পরিবারকে ইঙ্গিত করে বলে মনে হয়।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি

কমিশন

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ।। নির্বাচন কমিশন আজ জানিয়েছে, বিশেষ তীব্র সংশোধন পর্ব-২ এর সূচনার পর থেকে ৫০ কোটি ৯৬ লাখের বেশি গণনা ফর্ম নির্বাচকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এটি প্রায় ৫১ কোটি নির্বাচককে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে, যা ৯৯.৯৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

কমিশন জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই ৫০ কোটি ফর্ম ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। নির্বাচনী ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, তবে কেরালার ক্ষেত্রে তা ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত। এসআইআর -এর দ্বিতীয় পর্বটি ৪ নভেম্বর থেকে ৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে।

যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে, তা হলোছত্তীসগড়, গোয়া, গুজরাত, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশ দিনে আগরতলা থেকে ইন্ডিগোর ৩৯টি বিমান বাতিল

১৮৬ আসনের বিমানের ব্যবস্থা ঃ এপিডি

নজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। ১০ দিনে আগরতলা থেকে ইন্ডিগোর ৩৯ টি বিমান বাতিল, পরিস্থিতি স্বাভাবিকের লক্ষ্যে দিল্লির উদ্দেশ্যে ১৮৬ আসনের বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আজ। বর্তমানে ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দর এখন ২৪ ঘণ্টা দেশ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিষেবা পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতআজ এমনটাই জানিয়েছেন বিমানবন্দরের পরিচালক কৃষণ মোহন নেহরা। আজ বিকেলে বিমানবন্দরের এটিএস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই তথ্য জানান।

পরিচালক নেহরা জানান, ২৯ নভেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্ডিগো বিমান সংস্থার ফ্লাইট পরিষেবায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে এবং মোট ৩৯টি ফ্লাইট বাতিল হয়। এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়।

তিনি বলেন, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে মাঠে নেমে যাত্রীদের সর্বাত্মক সহায়তা করেছে। অতিরিক্ত কর্মী ও সম্পদ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে বিশৃঙ্খলা না ছড়ায়।

অতিরিক্ত ভিড় মোকাবিলায় টার্মিনালের ভেতরে ও বাইরে অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ানো হয় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাবিশেষত শৌচাগারের স্বাস্থ্যবিধির উপর জোর দেওয়া হয়। পানীয় জল, স্ন্যাকস ও অন্যান্য খাদ্যপণ্যের জোগানও সচল রাখা হয় এবং সমস্ত ফুড আউটলেটকে শেষ ফ্লাইট পর্যন্ত খোলা রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেইসঙ্গে স্থিতিশীল মূল্য বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইন্ডিগো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাতিল হওয়া সমস্ত ফ্লাইটের ব্যাগেজ সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাত্রীদের রিফান্ড প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। নেহরা আরো জানান, শুরুর দিকে ইন্ডিগোর অন-টাইম পারফরম্যান্স (ওটিপি) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবে ৭ ডিসেম্বর থেকে তারা এমবিবি বিমানবন্দরে ১০০ শতাংশ ওটিপি বজায় রাখছে। বিমানবন্দরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং যাত্রীদের সব ধরনের সাহায্য প্রদান করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মানবাধিকার সুদৃঢ় করতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্তম্ভ প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। মানবাধিকারকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, আইনসভা, নির্বাহী, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যম সহ গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভকে আরও শক্তিশালী এবং আরও দায়বদ্ধ করা অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছেন। সকলের জন্য ন্যায়বিচার, মর্য্যাদা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সরকার গভীরভাবে সংবেদনশীল ও নিবেদিত।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ত্রিপুরা মানবাধিকার সংস্থার (টিএইচআরসি) উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালনের অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন করছি। আমরা সবাই জানি যে আইন সাধারণ জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি মানবাধিকারও সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। যে আইনগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেটা সবই মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত এবং আমরা যদি সেগুলি লঙ্ঘন করি তবে আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করি। পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনে যাওয়া, শিশু-সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিলে তারা শিশু অধিকার কমিশনে যান। এই ধরনের বিষয় থেকে আমরা সঠিক এবং ভুল শিখতে পারি। গণতন্ত্রে চারটি স্তম্ভ থাকে। আমরা যদি মানবাধিকারকে শক্তিশালী করতে চাই, তাহলে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রত্যেকের অধিকার সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রয়েছে, কারণ তিনি দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এসেছেন। মানবাধিকার অপরিহার্য। আমাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপাবলি

ইউনেস্কোর তালিকায়

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ।। নয়াদিল্লির লাল কেল্লায় অনুষ্ঠিত ২০তম আন্তঃসরকারি কমিটির অধিবেশনে দীপাবলি ইউনেস্কো-এর অর্পিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বুধবার অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ এবং ১৯৪টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

শেখাওয়াত এই উপলক্ষে বলেন, ’এই স্বীকৃতি ভারতের এবং বিশ্বব্যাপী দীপাবলি উদযাপনকারী সকল সম্প্রদায়ের জন্য গর্বের মুহূর্ত। দীপাবলি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার বার্তা দেয় এবং এটি মানুষের দ্বারা উদযাপিত একটি উৎসব, যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে টিকে আছে। এই উৎসবে মৃৎশিল্পী, কারিগর, কৃষক, মিষ্টি প্রস্তুতকারী, পুরোহিত ও পরিবারগুলোর অবদান অপরিসীম।’ তিনি ভারতীয় ডায়াস্পোরা-র অবদানও স্বীকৃতি দিয়েছেন, যারা দীপাবলির উদযাপন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, এই স্বীকৃতি একটি দায়িত্ব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ ডিসেম্বর।। কমলপুরের হাড়েরখোলা পঞ্চায়েত থেকে অপহৃত এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। তাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অপহরণকারী যুবক পলাতক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কমলপুর হারেরখোলা পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নবম শ্রেণীতে পাঠরত কন্যাকে গত ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়ে বাড়ি আসার পথে এক যুবক তাকে জোর করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মেয়েকে খোঁজাখুঁজি করে তার অভিবাবকরা না পেয়ে পরদিন ৮ ডিসেম্বর কমলপুর থানায় নিখোঁজ ডাইরি করে। এরপর তারা খোঁজ পায় মেয়েটি সুরমা কেন্দ্রের বামনছড়াতে আছে। গতকাল তারা বামনছড়া গ্রামে পুলিশ সহ গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে শিশু চুরির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলায় শিশুবিহার স্কুলসংলগ্ন সংগ্রহ এলাকায় এক মাসের শিশুকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। শিশুটির মা অভিযোগ করেন, স্কুলের সামনে যাত্রী শেডে দুই সন্তানকে রেখে তিনি বাথরুমে গেলে ফিরে এসে দেখেন তার এক মাসের দুধের শিশুকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, ওই সময় শিশুটির চার বছরের বড় সন্তান দেখেছিল যে এক মহিলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দমকল কর্মীর আত্মহত্যা চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়ায় ভাড়া বাড়ি থেকে এক দমকল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতের নাম বাপ্পা রক্ষিত। সকালে বহুবার ফোন করেও স্বামীর সাড়া না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তাঁর স্ত্রী। পরে প্রতিবেশীদের খবর দিলে তারা ঘরে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় বাপ্পা রক্ষিতকে দেখতে পান।

খবর পেয়ে আগরতলা থেকে বিলোনিয়া হাসপাতালে ছুটে আসেন মৃতের স্ত্রী ও দুই কন্যা। স্ত্রী জানান, তাঁদের বড় মেয়ে আগরতলায় থাকে পড়াশোনার কারণে। এই সূত্রে তিনি ছোট মেয়েকে নিয়ে আগরতলায় গিয়েছিলেন। রাতেও স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছিল। কিন্তু সকালে ফোন না ধরায় সন্দেহ হয় এবং পরে মর্মান্তিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় লোক আদালত ১৩ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। আগামী ১৩ ডিসেম্বর শনিবার, রাজ্যে বসছে এবছরের চতুর্থ জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৬০ টি বেঞ্চে ৩৪,৭০৯ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এরমধ্যে আদালতে জমে থাকা ২৯ হাজার ৯৩ টি মামলা এবং মামলা পূর্ব বিরোধ সংক্রান্ত ৫,৬১৬ টি মামলা রয়েছে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৩৩৭ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত ২২৬ টি মামলা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪২৫৫ টি মামলা, বিএসএনএলের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ১৩৬১ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ২৮৪১৯ টি মামলা, চেক বাউন্স (এনআই অ্যাক্ট) সংক্রান্ত ৪০ টি মামলা,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক রেজিস্ট্রি ও ডিজিটাল

কৃষির নতুন অধ্যায় ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। কৃষক রেজিস্ট্রি হচ্ছে ভারতের প্রতিটি কৃষকের একটি অনন্য ও সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার। এটি শুধু একটি তথ্য নথি নয়; এটি আধুনিক, দক্ষ ও স্বচ্ছ কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি।

আজ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ এমনটাই বলেন। বৈঠকে কৃষি সচিব, কৃষি অধিকর্তা , উদ্যানপালন অধিকর্তা বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, বিএসি চেয়ারম্যান ও সেক্টর অফিসাররা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশ নেন। মন্ত্রী জানান, এই কৃষক রেজিস্ট্রি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সরকারি যেকোনো সুবিধা, বিশেষ করে পিএম-কিষান প্রকল্পের সুবিধা পেতে এটি বাধ্যতামূলক।

তিনি বলেন, কৃষক রেজিস্ট্রি মাধ্যমে কৃষকেরা নিশ্চিত হতে পারেন যে তাদের জন্য নির্ধারিত সরকারি আর্থিক সহায়তা কোনো বিলম্ব বা মধ্যস্বত্বভোগীর ঝুঁকি ছাড়াই সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। এতে প্রকৃত কৃষকই সঠিক সময়ে সঠিক সুবিধা পাবেন। কৃষক রেজিস্ট্রির মাধ্যমে প্রতিটি কৃষকের একটি যাচাইকৃত পরিচয় তৈরি করা যাবে , যা তাদের জমির তথ্য ও আধার-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর ফলে তথ্যের পুনরাবৃত্তি রোধ হবে এবং সঠিক ভর্তুকি, ফসল বিমা, কৃষি ঋণ ও কৃষি উপকরণ বাস্তবভিত্তিকভাবে প্রদান সহজ হবে।

কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন, এই কৃষক রেজিস্ট্রি ডিজিটাল কৃষি ব্যবস্থার মূলভিত্তি। এর মাধ্যমে সয়েল হেলথ কার্ড, ডিজিটাল ফসল সমীক্ষা, বাজার সংযোগ এবং কৃষি পরামর্শ পরিষেবার সঙ্গে তথ্যসমূহ সহজেই পাওয়া যাবে। ফলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা বন্ধ, বিপাকে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা রাজ্যের মানুষদের বিনামূল্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেও কতিপয় মেডিকেল অফিসারসহ কিছু স্বাস্থ্যকর্মীর উদাসীনতার কারণে সাধারণ মানুষ সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনই চিত্র প্রকাশ্যে এলো কৈলাসহরের রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের। বিগত তিন দিন ধরে হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করানো যাচ্ছে না। ফলে হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রোগীসহ বহির্বিভাগে আসা অসংখ্য মানুষ রক্ত পরীক্ষা না করিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। রক্ত পরীক্ষা না পেয়ে ক্ষুব্ধ রোগীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে ল্যাবরেটরি সেম্পেল কালেকশন সেন্টারের কর্মী লাভলী শীল জানায়,বিগত তিন দিন ধরে ইন্টারনেট সমস্যার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 11-12-2025, 00:25

জাগরণ
আগরতলা,১১ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২৪ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মানবাধিকার দিবস

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর তারিখে পালিত হয়। এই দিনটি মানবজাতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দিনেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিয়াছিল।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বেসামরিক জনগণের ওপর সংঘটিত নৃশংস অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মানবজাতির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করিতে উদ্যোগী হন। এর ফলস্বরূপ, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই যুগান্তকারী ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রটিই ছিল মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অধিকারের প্রথম বিশ্বব্যাপী ঘোষণা। এটি জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।এই ঐতিহাসিক অর্জনকে স্মরণ করিবার জন্য এবং সদস্য রাষ্ট্রসহ আগ্রহী সংস্থাগুলোকে দিনটি উদযাপনের আহ্বান জানাইতে ১৯৫০ সাল থেকে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ”মানবাধিকার দিবস” হিসেবে পালিত হয়ে আসিতেছে।এই ঘোষণাপত্রটি একটি ভূমিকা এবং ৩০টি অনুচ্ছেদ নিয়া গঠিত। এর মূল ভিত্তি হইলো: ’সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়া জন্মগ্রহণ করে।’এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইলো:জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার।দাসত্ব বা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি।নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্তি।আইনের চোখে সবার সমান অধিকার ও সুরক্ষা।খেয়ালখুশি মতো গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন দণ্ড থেকে মুক্তি।চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা।মত প্রকাশের স্বাধীনতা।শিক্ষার অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও কল্যাণের অধিকার।আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের প্রধান গুরুত্বগুলি হইলো: এটি বিশ্বব্যাপী মানুষের মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। এটি মনে করাইয়া দেয় যে মানবাধিকার সর্বজনীন এবং সবার জন্য প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।এই দিনে বিভিন্ন সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে এই দিনেই নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হইয়া থাকে এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ”রাষ্ট্রসংঘের মানব অধিকার ক্ষেত্র পুরস্কার”ও দেওয়া হয়।প্রতি বছর জাতিসংঘ একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য বা মূলভাব নিয়ে দিবসটি পালন করে। এর উদ্দেশ্য হইলো মানবাধিকারের কোনো একটি নির্দিষ্ট দিক বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলিয়া ধরা। এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়িয়া মানবাধিকারের সংস্কৃতিকে একীভূত করা এবং টিকিয়ে রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়।আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস আমাদেরকে নিজেদের ও অন্যের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যাহাতে সবাই শান্তিতে, মর্যাদা ও নিরাপত্তায় জীবনযাপন করিতে পারে।মানবাধিকার দিবস শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করলেই চলিবে না। কোথাও যাহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যতায় দিবসটির তাৎপর্য পরিপূর্ণ হইবে না। আমাদের দেশে ও রাজ্যে প্রতিনিয়তই নানাভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে। এজন্য মানবাধিকার কমিশনসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিকারে এগিয়ে আসিতে হইবে। তাহলেই মানবাধিকার দিবসের যথার্থতা মিলিবে।

বেপরোয়া মাইকেল মধুসূদন এবং আজকের নতুন প্রজন্ম

রতন ভট্টাচার্য

মাইকেল মধুসুদন দত্ত-এই নামটি বাংলা সাহিত্য- প্রেমীদের কানে এলেই একসঙ্গে বিস্ময় বিদ্রোহ এবং অসীম সৃজনশীলতার ছবি ভেসে ওঠে। উনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজ যখন কঠোর রক্ষণশীলতা ও অনড় প্রথার বেড়াজালে বন্দি, ঠিক সেই সময়েই মাইকেল মধুসূদন তাঁর সাহিত্য, ভাষা, চিন্তাধারা ও জীবনধারার মাধ্যমে এক বেপরোয়া বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। আজকের জেন জি যে যুগে স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশ, নিয়মভাঙা মানসিকতা এবং নিজস্ব পরিচয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, সেই প্রজন্মের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের মানসিকতার এক বিস্ময়কর মিল রয়েছে। তিনি যেন তাঁর সময়ের জেন জি-সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা এক বিদ্রোহী আত্মা। ঊনবিংশ শতকের কলকাতা ছিল পরিবর্তনের উত্তাল কেন্দ্র। পাশ্চাত্য শিক্ষা, খ্রিষ্টান মিশনারি, নতুন চিন্তাধারা ও ঔপনিবেশিক অভিঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালি সমাজ নিজের পরিচয় খুঁজছিল। এই সময়েই মাইকেল মধুসূদনের আত্মপ্রকাশ। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করেছিলেন। ধর্মপরিবর্তন, পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ, ইউরোপীয় সাহিত্যপ্রীতি-এই সবই তাঁকে তৎকালীন সমাজের চোখে “বেপরোয়া” ও “বিদ্রোহী” করে তুলেছিল। কিন্তু আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি আত্মঅন্বেষণ ও আত্মপরিচয় নির্মাণের এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া- যা আজকের জেন জির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। ইংরেজ শাসন, পাশ্চাত্যের শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং বর্ণনাধর্মী সাহিত্যের উদ্ভাবন মিলিয়ে এই অঞ্চলে জন্ম নেয় ভারতীয় নবজাগরণ। বাংলা সাহিত্যে এই নবজাগরণের জ্যোতি ছড়িয়ে দেন অনেক লেখক, তবে যিনি আধুনিকতার সিংহদ্বার ভেঙে বাংলা কাব্যে এক অসামান্য নতুন যুগের জন্ম দেন তিনি হলেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি ছিলেন মৌলিকের কবি, বিদ্রোহীর কবি এবং নতুন সাহিত্যগঠনের স্থপতি। তার মধ্যে রেনেসাঁর যুক্তিবাদী মনন যেমন ছিল, তেমনি ছিল মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রোহী সাহস। ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁ এমন এক জাগরণ, যা মানবসভ্যতার গতিপথকে বদলে দেয় এবং মানুষের চিন্তার কেন্দ্রে বসায় মানুষকেই। মধ্যযুগের ধর্মীয় বিধিনিষেধ, ঈশ্বরনির্ভর চিন্তাধারা কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার অবসান ঘটিয়ে যে নতুন বৌদ্ধিক আলোর জন্ম হয়েছিল, তার নামই রেনেসাঁ।

ল্যাটিন শব্দ Renaissance অর্থ পুনর্জন্ম অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিক-রোমান মানবিক মূল্যবোধের পুনর্জন্ম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবিকতা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, স্বাধীন সৃজনশীলতা ও বিদ্রোহী মনন- সব মিলিয়ে রেনেসাঁ ইউরোপে সৃষ্টি করে এক নবমানবের। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন- সকল ক্ষেত্রেই মানবমুক্তির সেই নতুন বাণী ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁর মূল সুর ছিল বিদ্রোহ-কখনও প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে, কখনও রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কখনও আবার মানুষের অন্তর্গত অন্ধত্বের বিরুদ্ধে। সাহিত্য তাই হয়ে ওঠে মুক্তির পথ ও সৃজনশীল বিপ্লবের উৎসস্থল। ডান্তে, পেত্রার্ক, বোচ্চাচ্চো, শেক্সপিয়র, মালো. মিলটন, র‍্যাবলে, সার্ভান্তেস-এদের প্রতিটি সৃষ্টি রেনেসাঁসুলভ মুক্ত মানসিকতার অভিব্যক্তি।

এই জাগরণ কেবল ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে ভারতীয় উপমহাদেশেও, বিশেষত উনবিংশ শতকে। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অন্ধ অনুকরণে নয়-নিজস্ব কল্পনাশক্তি, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয় চরিত্রে তাকে রূপান্তরিত করে তিনি বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করেন নতুন ঐতিহ্য। রেনেসাঁ মননের প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মাইকেলের জীবনযাপন নিজেই এই সত্যের প্রতীক। সমাজের প্রচলিত আচার-ধর্ম, বর্ণবাদ, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা-সবকিছুর বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে ভয় পাননি। তিনি শিক্ষার জন্য, নতুন জীবনের জন্য এবং শিল্পসাধনার জন্য নিজের পরিবার, জন্মপরিচয়ের সীমানা ছাড়িয়ে অজানার পথে যাত্রা করেছিলেন। তার ধর্মান্তর, তার বিদেশযাত্রা, তার নাটকীয় জীবনবদল সামাজিক দৃষ্টিতে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহই তার সৃজনশীলতার ভিত্তি। রেনেসাঁর মতোই তিনি মনে করতেন মানুষের প্রধান ধর্ম স্বাধীনতা, আর কবির প্রধান দায়িত্ব সত্যের পথে চলা-even if it means breaking chains. বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তার কাব্যসৃষ্টিতে। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ শুধু বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য মাইলফলক নয়; এটি রেনেসাঁসুলভ মানবিকতা ও বিদ্রোহের এক মহিমান্বিত দলিল। রামায়ণ যাত্রায় রাম ও লক্ষ্মণ নায়ক, রাবণ ও মেঘনাদ খল-এই ছিল প্রচলিত নৈতিক ধারণা। কিন্তু মাইকেল সাহসের সঙ্গে এই নৈতিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মেঘনাদকে নায়কসুলভ মর্যাদা দেন। তিনি দেখান যুদ্ধের জগতে নৈতিকতার একাধিক সত্য রয়েছে, বিজয়ী পক্ষের সত্যই সব সময় একমাত্র সত্য নয়। পরাজিত পক্ষের বীরত্ব, ত্যাগ ও মহত্ত্বও সমান মূল্যবান। এই নতুন দৃষ্টিকোণ রেনেসাঁর মানবিক ও যুক্তিবাদী মননের প্রতিফলন। ইতিহাস ও পুরাণকে একমাত্রিক চোখে না দেখে বহুমাত্রিক বোঝাপড়ায় রূপান্তর করা ছিল রেনেসাঁ চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা মাইকেল গ্রহণ করেছিলেন সৃজনশীলভাবেই। মাইকেল বেপরোয়া মধুসূদনের মানসিকতার নিদর্শন প্রথমেই দেখা যায় তাঁর ভাষা ও আঙ্গিক নির্বাচনে। বাঙালি কবিতাকে সংস্কৃতঘেঁষা ভাবধারা ও ধর্মীয় আবরণ থেকে মুক্ত করে তিনি ইউরোপীয় আধুনিকতার হাওয়া এনে দেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি বাংলা কবিতার গঠনমূলক বিপ্লব ঘটান। যে সমাজে ঐতিহ্য ও অনুকরণই ছিল একমাত্র পথ, সেই সমাজেই মাইকেল সাহসের সঙ্গে নতুন পথ তৈরি করেছিলেন। আজকের জেন জির মতোই তিনি পুরনো কাঠামো ভেঙে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। “মেঘনাদবধ কাব্য” তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির অন্যতম। এখানে তিনি রামায়ণের প্রচলিত নায়কদৃষ্টিকে অস্বীকার করে রাবণ ও মেঘনাদকে নায়করূপে তুলে ধরেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ শতকে এক অকল্পনীয় বিদ্রোহ ছিল। আজকের জেন জিও ইতিহাস ও মিথকে নতুন করে পড়ে, নায়ক ও খলনায়কের সীমানা ভেঙে প্রশ্ন তোলে। এই কারণেই মাইকেল আজও প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তিগত জীবনে মাইকেল মধুসূদনের বেপরোয়া স্বভাব আরও প্রকট। পিতৃগৃহ ত্যাগ, বিদেশবাস, দারিদ্র্য ও আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও তিনি সৃষ্টিশীলতার পথ ছাড়েননি। সমাজ যেখানে স্থায়িত্ব সামাজিক স্বীকৃতিকেই জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য মনে করত, সেখানে মাইকেল সেই ধারণাকে অস্বীকার করে নিজের স্বপ্নের পথে চলেছেন। আজকের জেন জির অনেক তরুণ-তরুণীও নিরাপদ চাকরি বা সামাজিক অনুমোদনের চেয়ে আত্মতৃপ্তিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়-এই জায়গায় মাইকেল তাঁদের পূর্বসূরি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হল বিদ্রোহ, নতুনত্ব এবং আত্মসচেতন শিল্পবোধ। তিনি শুধু কাব্য বা নাট্যের একটি ধারা সৃষ্টি করেননি, বরং বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার অভিমুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাঁর রচনার বিশ্লেষণ করতে গেলে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই চারটি স্তরের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। মধুসূদনের কাব্যজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। বাংলা কবিতায় দীর্ঘদিন ধরে মিলযুক্ত পয়ার ও ত্রিপদীর আধিপত্য ছিল। “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” এবং বিশেষত “মেঘনাদবধ কাব্য”-এর মাধ্যমে তিনি মিলবিহীন, ছন্দনিয়ন্ত্রিত অমিত্রাক্ষর ব্যবহারের সাহস দেখান। এই ছন্দ বাংলাকে ইউরোপীয় মহাকাব্যের ঘনিষ্ঠ করে তোলে এবং কাব্যে গাম্ভীর্য ও নাটকীয়তা আনে। ছন্দের এই ভাঙচুর ছিল নিছক আঙ্গিকগত নয়, বরং চিন্তাগত বিদ্রোহের প্রকাশ।

অত্যন্ত “মেঘনাদবধ কাব্য” মাইকেল মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই মহাকাব্যে তিনি রামায়ণের প্রচলিত নীতিকেন্দ্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলে এক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে রাম বা লক্ষ্মণ নায়ক নন; বরং রাবণ ও মেঘনাদ ট্র্যাজিক নায়কের মর্যাদা পান। মেঘনাদের বীরত্ব, পারিবারিক প্রেম, স্ত্রীপ্রেম ও পিতৃভক্তি সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মধুসুদন দেখিয়েছেন যে “পক্ষ” নয়, মানুষের বেদনা ও মহত্ত্বই সাহিত্যের আসল বিষয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক সাহিত্যচেতনার পূর্বাভাস বহন করে। মধুসুদনের কাব্যে গ্রিক ও রোমান পুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি বাংলা কবিতায় অলিম্পাসের দেবতা, ট্যাজিক নিয়তি ও ক্লাসিকাল বীরভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটান। তবে এটি অনুকরণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ভারতীয় পুরাণ ও পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির সংমিশ্রণে এক নতুন কাব্যজগৎ নির্মিত হয়েছে। এই সংমিশ্রণ তাঁর রচনাকে বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। নাট্যকার হিসেবেও মাইকেল পথপ্রদর্শক। “শর্মিষ্ঠা”, “কৃষ্ণকুমারী”, “পদ্মাবতী” প্রভৃতি নাটকে তিনি নাট্যগঠনে ইউরোপীয় টট্র্যাজেডির কাঠামো গ্রহণ করেন। তাঁর নাটকে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রনৈতিক সংকট এবং ব্যক্তিগত আবেগের সংঘর্ষ একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। “কৃষ্ণকুমারী” নাটকে রাজপুত রাজনীতির পটভূমিতে নারীর আত্মত্যাগ ও মর্যাদাবোধকে যে ট্র্যাজিক উচ্চতায় উন্নীত করা হয়েছে, তা বাংলা নাট্যে অভিনব। মধুসুদনের নারীচরিত্র বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। তাঁর নারীচরিত্রেরা নিছক সহায়ক বা নিষ্ক্রিয় নয়; বরং তারা আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন, সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম। “শর্মিষ্ঠা” ও “কৃষ্ণকুমারী”-র নারীচরিত্রগুলিতে আত্মত্যাগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বাস্তবতায় অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল। ব্যঙ্গ ও প্রহসনেও মধুসুদনের প্রতিভা স্বতন্ত্র। “একেই কি বলে সভ্যতা” প্রহসনে তিনি তথাকথিত বাবু সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য অনুকরণের ভণ্ডামি ও সামাজিক কৃত্রিমতাকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন। এখানেই তাঁর বাস্তববোধ ও সামাজিক সচেতনতা প্রকট হয়ে ওঠে। এই রচনা প্রমাণ করে যে তিনি কেবল মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের কবিই নন, সুক্ষ্ম রসবোধসম্পন্ন সমালোচকও। মধুসূদনের কবিতায় আত্মজীবনীমূলক বিষণ্নতা গভীর। দারিদ্র্য, নির্বাসন, স্বদেশবিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা তাঁর অনেক কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই ব্যক্তিগত বেদনা সাহিত্যকে আরও মানবিক ও আন্তরিক করে তোলে। রোমান্টিক কবিদের মতোই তিনি ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। ভাষার ব্যবহারে মাইকেল মধুসূদন উচ্চাভিলাষী ও সচেতন। তাঁর ভাষা সংস্কৃতনির্ভর, গম্ভীর এবং অলংকারপ্রধান হলেও তাতে আবেগের ঘনত্ব রয়েছে। অনেক সময় এই ভাষা দুরূহ হলেও এর মধ্যেই তাঁর মহাকাব্যিক মহিমা নিহিত। বলা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা বাংলা সাহিত্যে এক মৌলিক বাঁক। তিনি ষাহিত্যে নান্দনিক স্বাধীনতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈল্পিক ষাহষের যে মডেল স্থাপন করেছেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর রচনাবিশ্লেষণ আমাদের দেখায় যে সাহিত্যের প্রকৃত শক্তি নিয়ম পালনে নয়, বরং নিয়ম ভেঙে নতুন ষত্য আবিষ্কারে নিহিত। মাইকেল মধুযুদনের নাটকগুলিতেও তাঁর বিদ্রোহী মানসিকতা স্পষ্ট। “শর্মিষ্ঠা”, “কৃষ্ণকুমারী” প্রভৃতি নাটকে রাজনীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, নারী-স্বাধীনতা ও মানবিক সংকট উঠে এসেছে। তাঁর নারীচরিত্রগুলি নিষ্ক্রিয় বা নিছক করুণার পাত্র নয়; বরং তারা আত্মসচেতন ও দৃঢ়চেতা।

সমানাধিকার জেন্ডার সচেতনতার যে ভাষা আজকের জেন জি ব্যবহার করে, তারই পূর্বাভাষ মাইকেলের রচনায় লক্ষ করা যায়। মাইকেল মধুসূদনের জীবনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল পূর্ব ও পাশচাত্যের ষাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব। তিনি পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করলেও মাতৃভাষাকে পরিত্যাগ করেননি। এই দ্বৈততাই তাঁর সৃষ্টিকে গভীর ও বহুস্তরীয় করে তুলেছে। আজকের বিশ্বায়িত প্রজন্মও ঠিক এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বেড়ে ওঠে স্থানীয় শিকড় ও বৈশ্বিক পরিচয়ের মধ্যে ভারষাম্য খোঁজে। এই দিক থেকে মাইকেল আজও অত্যন্ত সমসাময়িক। দারিদ্র্য ও অবহেলায় মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু তাঁর জীবনের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। কিন্তু এই পতনের মধ্যেও আছে এক রোমান্টিক ট্র্যাজেডি-যা আজকের জেন জি গভীরভাবে অনুভব করতে পারে।

সাফল্যের প্রতিপক্ষ হিষেবে থাকা মানসিক ক্লান্তি, শিল্পীর একাকীত্ব ও ষমাজের উদাসীনতা আজও সমানভাবে সত্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোনও নিখুঁত নায়ক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দ্বন্দ্বময়, অসম্পূর্ণ, কিন্তু অষম্ভব ষৎ ও সাহসী। এই মানবিক অসম্পূর্ণতাই তাঁকে আজকের জেন জির কাছে আরও আপন করে তোলে। যাঁরা সমাজের প্রচলিত মাপে নিজেদের খুঁজে পান না, যাঁরা নিজস্ব পথ তৈরি করতে চান- মাইকেল তাঁদের জন্য এক অনন্ত প্রেরণা। সুতরাং বলা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত কেবল উনবিংশ শতাব্দীর কবি নন, তিনি এক চিরন্তন মানসিক প্রবণতা। সময় বদলালেও বিদ্রোহী চেতনার রূপ বদলায়, মরে না।

আজকের জেন জি যদি নিজের আত্মঅন্বেষণ। সৃষ্টিশীল বিদ্রোহের ইতিহাসে চোখ রাখে, তবে তারা মাইকেল মধুসূদনকে একজন দূরবর্তী কবি নয়, নিজেদেরই একজন আত্মীয় হিসেবে আবিষ্কার করবে এইখানেই বেপরোয়া মাইকেল মধুসূদন এবং আজকের জেন জির গভীর ও সময়াতীত সংযোগ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ধর্ম-রাজনীতি ও মানুষের সমাজ

হরলাল দেবনাথ, সিধাই,
মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা
মোবাইল: ৯৬১২৪৪২০৯৮

ধর্ম এবং রাজনীতির প্রকৃত বিচার না করে ভুল বুঝাবুঝির মাধ্যমে শুরু হয়েছে যত সব বিতর্ক। আর এই বিতর্কের ফলে মানুষ হয়েছে সত্য বর্জিত, মিথ্যায় আশ্রিত। অর্থাৎ ধর্ম এবং রাজনীতির অর্থ সম্পর্কে যদি বিচার বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি মানুষের ধর্ম এবং ঈশ্বর এক। সেই ধর্ম হলো মানব ধর্ম। তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতি হচ্ছে সকল নীতির রাজা। অর্থাৎ সামাজিক অর্থনৈতিক থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এই সকল নীতির নিয়ন্ত্রণ কর্তা বা নীতির রাজা যে নীতি সেই নীতিকে বলা হয় রাজনীতি। রাজার নীতি রাজনীতি একথা ভুল। ধর্ম হচ্ছে সত্যের প্রতিক আর রাজনীতি হচ্ছে প্রশাসনিক কর্মকর্তা। সহজ ভাষায় আমরা আরও বুঝে নিতে পারি, ধর্ম মানুষকে সত্যের পথ দেখাবে বা সত্যে প্রতিষ্ঠা করবে। আর রাজনীতি মানুষকে ভরণ পোষন ও নিরাপত্তা প্রদান করবে। অর্থাৎ একটা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ভরণ পোষনের দায়িত্ব ভার রাষ্ট্র নায়কের হাতে। এই বিধান সংবিধান সম্মত। ধর্ম এবং রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের সার্বিক ধারণা না থাকার কারনে, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না ধর্ম এবং রাজনীতি কতটা ভুল পথে চলছে। আর এই ভুল সংশোধনের জন্য যেখানে প্রতিবাদী কণ্ঠ বা সুবুদ্ধি মানুষের প্রয়োজন, সেখানে দুষ্ট বুদ্ধি মানুষের দুর্নীতির আক্রমণে প্রতিবাদী কণ্ঠ ও সুবুদ্ধি মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

ধর্ম শুধু সাধন ভজন কীর্তন উপাসনাই নয়, প্রকৃত নীতির মাধ্যমে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন ও মানুষের ভরণ পোষন বা সাধ্যনুযায়ী মানুষের সেবা। এটা যেমন হবে প্রকৃত রাজনীতি, তেমনি হবে প্রকৃত ধর্ম। তাই ধর্ম আর রাজনীতি হবে একে অপরের সহায়ক। অর্থাৎ ধর্ম আর রাজনীতি হচ্ছে কাগজের এ পিঠ ও পিঠ। সব মানুষের ধর্ম এক, সেই ধর্ম হলো মানব ধর্ম। ইষ্ট দেবতাও আলাদা নয়, সব মানুষের ইষ্ট দেবতা একই তিনি হলেন পরম পুরুষ, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ভগবান। পৃথিবীর জীব জগতে যত সব প্রাণী রয়েছে, তারমধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব ও একই সৃষ্টিকর্তার সন্তান। উঁচু জাতি নিচু জাতি বলে সৃষ্টিকর্তা কোন মানুষ সৃষ্টি করেননি এবং সৃষ্টিকর্তা কোন মানুষকে আলাদা ভাবে দেখেন না। উঁচু জাতি আর নিচু জাতি বলে জাত ভাগ ধর্ম ভাগের পেছনে রয়েছে শোষণমুখী দুষ্ট বুদ্ধি মানুষের গোপন চক্রান্ত, এই চক্রান্তের উপর মানুষ আজ সচেতন হতে চলেছে। মানুষ ভালো শিক্ষার পরিবেশ পেলে হয় প্রকৃত মানুষ আর ভালো শিক্ষার পরিবেশ না পেলে হয় অমানুষ। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম এগুলো ধর্ম নয়, এগুলো মতবাদ। এই বহুমুখী মতবাদের ফলে প্রকৃত মানব ধর্ম থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ধর্মমতের মানুষের উপর শুরু হয়েছে অন্য আরেক ধর্মমতের মানুষের হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, অযথা আক্রমণ, হানাহানি, রক্তপাত। রাজনীতির ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতবাদ আর এই বহুমুখী মতবাদের ফলে রাজনীতি প্রকৃত নীতি হারিয়ে এক দলের মানুষের উপর শুরু হয়েছে অন্য আরেক দলের মানুষের হিংসাক্রমণ। পরিষেবার নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে গণবন্টন অধিকারের উপর শুরু হয়েছে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী আক্রমণ।

এর ফলে আজ ধর্মের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ যেমন মানব ধর্মের পরিবেশ হারিয়ে অজ্ঞ ধর্মাবলম্বিত হয়েছে। তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মানুষ একটা অনৈতিকতার নতুন পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ না হতে পারছে ধার্মিক নীতিবাদী, না হতে পারছে সুদক্ষ নেতৃত্ব। এতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের চলন বলন ভঙ্গি দেখে বুঝা যায় ধর্ম আর রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা হলে যা হয় তা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। কথায় আছে ধর্মবিহীন মানব জীবন পশুর চেয়ে অধম। ধর্মের নামে ধার্মিক মানুষের হৃদয়ে নাই আধ্যাত্মভাব ভক্তি। রাজনীতির নামে নেতৃত্বের মধ্যে নাই নৈতিক পরিচয়। ধর্মের ক্ষেত্রে আধ্যাত্ম ভাবধারা, আর রাজনীতির ক্ষেত্রে নৈতিক চিন্তাধারা মানুষের অভাব, ধর্মের প্রকৃত পরিবেশ সমাজের প্রকৃত পরিবেশ, মানুষের মানবতা দিন দিন ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে। ধর্ম-রাজনীতি এই দুই এর বিচ্ছিন্নতার কারণে।

মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পরিবেশের ব্যাপক অবনতি হয়েছে। ধর্ম আর রাজনীতিতে শোষণমুখী পরিবেশ গড়ে উঠেছে। মানুষ মানব সভ্যতা হারিয়ে আবার আদিম যুগের ন্যাংটা পরিবেশে চলে যাচ্ছে। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুনিশ্চিত গ্যারান্টি না থাকার কারণে। মানুষ আবার অরণ্য পরিবেশে গড়ে উঠেছে।

এক টুকরো রুটি নিয়ে কুকুর যেভাবে ঝগড়া করে, সেইরূপ নাগড়ার পরিবেশ গড়ে উঠেছে আজ মনুষ্য সমাজে। বর্তমান সমাজে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও অশান্ত পরিবেশ সমির মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। আর এই সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা একমাত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা না থাকার কারণে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কথার সঙ্গে কাজের মিল রাণা সম্ভব হচ্ছে না। এরফলে আজ দার্শনিক পুরুষ শ্রীপ্রভাত রঞ্জন সরকার আনন্দমার্গ দর্শন অন্তর্ভুক্ত আধ্যাত্মবাদের পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক দর্শন বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রাউট দর্শন দিয়েছেন। তেমনি তার পাশাপাশি রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান যুব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষাকরণ এই দর্শন বাস্তবে রূপ দেওয়ার মাধ্যমে যেমন রয়েছে অর্থনৈতিক সমাধান ব্যবস্থা, ব্যবস্থা। তার পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সুষ্ঠ সমাজ গঠন ব্যবস্থার সঙ্গে জাগতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে শোষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। একমুখী মানবধর্ম বহুমুখী হয়েছে, জাতপাতের নামে মানুষ বা মানুষের সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হলো সমাজে এত শিক্ষিত পন্ডিত থাকা সত্ত্বেও কারোর বিবেক জাগে না। পৃথিবীর জলবায়ু, অগ্নি, মানুষের জন্ম-মৃত্যু যদি একই ভূমিকা পালন করে বা মানুষের শারীরিক গঠন রূপ যদি একই নমুনার হয় তাহলে ধর্ম বা ঈশ্বর একমুখী না হয়ে বহুবুখী হয় কেমন করে। এমর্মে মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন ধর্ম তো একটাই হবে, সেটা হবে মানব ধর্ম। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-খ্রিস্টান-ইসলাম তা হবে কেমন করে? ডঃ রাধাকৃষণণ বলেছেন-বিশ্বের কল্যানের জন্য এমন একটা ধর্ম চাই, যাতে সকল ধর্মের ভালোর দিকগুলো থাকবে, মন্দের দিকগুলো থাকবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- আত্ম মোক্ষত্মম, জগত দ্বিতায়চ অর্থাৎ আত্মা মুক্তির জন্য ব্রহ্মের সাধনা আর জগতের কল্যানের জন্য সমাজের সেবা। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন- নামে রুচি জীবের দয়া সেবা ধর্ম সার, অবশ্যই প্রভু তারে করেন উদ্ধার। পরম পুরুষ একাধিকবার পৃথিবীতে এসেছেন এবং তারা সকলেই সমাজের সর্বাঙ্গিন উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকে প্রাধান্যতার মাধ্যমে। মানব জাতি ও ধর্মকে এক অবিভাজ্য বলে বেদ এবং শাস্ত্রবিধান মতে মানুষের ভালোবাসা ও শোষণ মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এমর্মে মুকুন্দ দাস বলেছেন- কামার, কুমোর, চামার, মুচি তারাই কাজের তারাই সুচি, ধরো যেয়ে তাদের গলা ভুলে আপন পর। সাধু মহাপুরুষ বা গুণীজনেরা মানব মুক্তির পথ বা শোষনমুক্তির পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু শোষণবাদ আর ব্রাহ্মণ্যবাদের শক্ত হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই মানুষ বারবার পুঁজিবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের শোষণমুখী পরিবেশে আক্রান্ত হচ্ছে।

এইরূপ আক্রমণের হাত থেকে মানব সমাজ মানব সভ্যতা রক্ষা করার জন্য সেই আদিম যুগের সদাশিব মহাভারত আমলের শ্রীকৃষ্ণ এই যুগে আনন্দমূর্তি নামে মানব রূপে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন।

এমর্মে ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছে। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানী ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মা নং সৃজাম্যহম। পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ মানব ধর্ম ও সভ্যতা হারিয়ে মানুষ যখন অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয় তখন দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনে ভগবান পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। আনন্দমুর্তিজীর উদ্দেশ্য পরিকল্পনা বা কর্ম যজ্ঞের ইতিহাস বিচার করলে প্রমাণ হয় তিনি এ যুগের অবতার ও পরিত্রাতা। আঞ্চলিকতার শ্রীবৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বয়ীকতাবাদের প্রতিষ্ঠা ও ঘুমন্ত মানবতাকে জাগানোর জন্য প্রতিটি মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন পুনর্জাগরণ। এর জন্য চাই দ্বিতীয় নেতাজী, স্বামী বিবেকানন্দের মতো আদর্শ মানুষ আর এই মানুষ তৈরী করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাই আধ্যাত্মবাদের শিক্ষানীতি।

ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের গন্ডাছড়া মহকুমার বিভাগীয় কমিটির নবম ত্রিবার্ষিক বিভাগীয় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ষাটকার্ডের পুরাতন টাউন হল -এ জাকজমকপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হলো সিপিআইএম দলের অঙ্গ সংগঠন ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের গন্ডাছড়া মহকুমার বিভাগীয় কমিটির নবম ত্রিবার্ষিক বিভাগীয় কর্মী সম্মেলন।

ওই বিভাগীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গত সপ্তাহকাল ব্যাপী প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলো কর্মীরা। ওই নবম ত্রিবার্ষিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বুধবার সকাল থেকেই টাউন হল চত্বর ছিল দলীয় কর্মীদের ঠাসা ভীড়। ওইদিন বেলা দশটায় জিএমপি কর্মী সমর্থকদের একটি ব্যালি টাউন হল থেকে বের হয়ে ষাটকার্ড, হাসপাতাল চৌমুহনি গন্ডাছড়া বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় টাউন হল ময়দানে এসে হাজির হয়। উক্ত ব্যালি এবং সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, নেতৃত্ব অভিলাশ সরকার, সুশান্ত হাজারী নারী নেতৃ দশরানী ত্রিপুরা এবং কশিরাম ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অতিথিরা। ব্যালি শেষে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য নেতৃত্ব জিতেন্দ্র চৌধুরী। শহীদদের স্মরণে কিছুক্ষন নীরবতা পালন করেন কর্মীরা।

পতিমোহন ত্রিপুরা মঞ্চে রিষা পড়িয়ে এবং ফুলের তুরা দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীকে অভিনন্দন জানান বিভাগীয় যুবতী কর্মীরা। জিএমপি-র গন্ডাছড়া বিভাগীয় উক্ত নবম ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ থেকে প্রায় তিনশো জন কর্মী স্বত্বস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের উদ্দেশ্য, আসন্ন এডিসির সাধারণ নির্বাচন এবং বর্তমান রাজ্যের অবস্থার কথা উল্লেখ করে আলোচনা করেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাণিজ্য মন্ত্রকের ২০২৫ সালের বার্ষিক পর্যালোচনায়: ভারতীয় বাণিজ্যে ইতিহাস তৈরি, রপ্তানি ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে বিশাল অর্জন

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : বাণিজ্য মন্ত্রকের ২০২৫ সালের বার্ষিক পর্যালোচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, ২০২৪—২৫ অর্থবছরে ভারতের বাণিজ্য কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০২৫ সালের শুরুতেই ভারতে বাণিজ্য এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে একাধিক বড় পরিবর্তন এবং উদ্ভাবন লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের মোট রপ্তানি ৮২৫.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌঁছেছে, যা ৬.০৫ শতাংশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। এই প্রবৃদ্ধির ধারা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম অর্ধে অব্যাহত রয়েছে, যেখানে ২০২৫ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানি ৪১৮.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি কোনও অর্থবছরের প্রথম অর্ধের জন্য সর্বোচ্চ রপ্তানি অর্জন।

সেবাখাতের রপ্তানি ২০২৪-২৫ সালে ৩৮৭.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌঁছেছে, যা ১৩.৬৩ শতাংশের প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে এবং ২০২৫-২৬ সালের প্রথম অর্ধে ১৯৯.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে, যা ৯.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য রপ্তানি ২০২৪-২৫ সালে ৪৩৭.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে স্থিতিশীল ছিল, যেখানে নন-পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানি ৩৭৪.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রক ২০২৫ সালে রপ্তানি উন্নয়ন মিশন চালু করেছে, যা পুরানো স্কিমগুলির পরিবর্তে একটি একীভূত, আধুনিক এবং প্রতিক্রিয়া-সংবেদনশীল কাঠামো সরবরাহ করবে। এই মিশনের জন্য ২৫,০৬০ কোটি টাকার একটি বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে, বাণিজ্য মন্ত্রক বিভিন্ন নতুন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যেমন ট্রেড ই-কানেক্ট এবং ট্রেড ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স (টিআইএ) পোর্টাল, যা রপ্তানিকারকদের সেবা, বাজারের তথ্য এবং রিপোর্টিংকে আরও সহজ করেছে। এছাড়া, ভারত আয়াত নিয়ত ল্যাব সেতু প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে, যা পরীক্ষণ ও শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে একীভূত করবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রেও ভারত তার অর্থনৈতিক সংহতি আরও শক্তিশালী করেছে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ভারত-ইউকে বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) স্বাক্ষরিত হয়, যা ভারতের ৯৯ শতাংশ রপ্তানির জন্য শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

এছাড়া, ভারত অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে একাধিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, যেমন ভারত-ইইউ, ভারত-আমেরিকা, ভারত-অস্ট্রেলিয়া, ভারত-নিউজিল্যান্ড, এবং ভারত-ইসরায়েল। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত নেপাল এবং মালদ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি করেছে এবং পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত এবং অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে নতুন চুক্তি এবং সহযোগিতা বাস্তবায়ন করেছে।

এছাড়া, ডিজিএফটি (ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড) নীতি রাশনালাইজেশন এবং ডিজিটাল গভর্নেন্সে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন সিস্টেমের মাধ্যমে বাণিজ্য এবং রপ্তানি নিয়মাবলীকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তোলা হয়েছে।

মোটামুটি, ২০২৫ সালের বার্ষিক পর্যালোচনায় ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রক একটি শক্তিশালী রপ্তানি কার্যক্রম, নতুন নীতি সংস্কার, ডিজিটাল আধুনিকীকরণ, বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে সাফল্য এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রযুক্তি-চালিত বাণিজ্য শক্তির পথে ভারতের অগ্রগতির প্রতিফলন দেখা গেছে।

বুধবার আনন্দনগরে মাছের ডিপো পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা গ্যাসিফিকেশনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মোট ব্যয় ৮৫,০০০ কোটি

নয়া দিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে জানিয়েছেন যে, সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা গ্যাসিফিকেশন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার জন্য মোট ৮৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রী দুবে বলেন, এটি দেশের বৃহত্তর শক্তি স্বাধীনতা অর্জন এবং তার বিপুল কয়লা সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্পের আওতায় ৭টি গ্যাসিফিকেশন প্রকল্পের মধ্যে দুটি প্রকল্প শীঘ্রই শুরু হবে। তিনি সংসদকে অবহিত করেন যে, এই উদ্যোগটি কেবল কয়লা ব্যবহার করার আরও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি নিশ্চিত করবে না, বরং ভারতের আমদানি নির্ভরতা, বিশেষ করে তেল, মিথানল এবং অ্যামোনিয়ার মতো পণ্যগুলির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেবে।

শ্রী দুবে বলেন, গ্যাসিফিকেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারত ইউরিয়া এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন করবে, যা কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উপলব্ধ হবে এবং সরাসরি তাদের উপকারে আসবে। ২০২০ সালে কয়লা গ্যাসিফিকেশন মিশন চালু হয়, যার লক্ষ্য ছিল ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা গ্যাসিফাই করে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের মূল্য এবং উপযোগিতা সর্বোচ্চ করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এই উদ্যোগটি ২০২৭ সালের মধ্যে শক্তি স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে সমর্থন করে।

বর্তমানে ভারত তার প্রয়োজনীয় তেলের প্রায় ৮৩ শতাংশ, মিথানলের ৯০ শতাংশ, এবং অ্যামোনিয়ার ১৩ শতাংশ আমদানি করে থাকে। কয়লা গ্যাসিফিকেশন আমদানি নির্ভরতা কমানোর এবং বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় করার একটি সুযোগ প্রদান করবে, বিশেষত তেল, গ্যাস, সার এবং পেট্রোকেমিক্যাল খাতগুলিতে।

আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার অনুরোধ: ব্যাংকগুলোকে মধ্যস্থতা খরচ কমানোর ও কার্যকরীতা বাড়ানোর নির্দেশ

নয়া দিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা সরকারি এবং নির্বাচিত বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারদের প্রতি অনুরোধ করেছেন, যেন তারা মধ্যস্থতা খরচ কমাতে এবং কার্যকরীতা বাড়াতে মনোযোগ দেয়। তিনি জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি থেকে ১১২৫ বেসিস পয়েন্ট পলিসি রেট হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলোকে এই পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করতে হবে।

আরবিআই এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানিয়েছে, "গভর্নর উল্লেখ করেছেন যে, ১১২৫ বেসিস পয়েন্ট রেট হ্রাস এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে মধ্যস্থতা খরচ কমাতে এবং কার্যকরীতা বাড়াতে সক্ষম হতে হবে, যা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং গভীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সহায়ক হবে।'

এই আলোচনা আরবিআইয়ের নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে চলমান মতবিনিময়ের অংশ, জানুয়ারি ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত একই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে।

গভর্নর মালহোত্রা ২০২৫ সালে ব্যাংকিং খাতের স্বাস্থ্য এবং কার্যক্রমে স্থির উন্নতি হলেও, তিনি ব্যাংকগুলোকে সতর্ক থাকতে এবং একটি গতিশীল পরিবেশে স্বস্তি অনুভব না করার পরামর্শ দেন।

তিনি ব্যাংকগুলোকে গ্রাহক অভিযোগ কমাতে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে গুরুত্ব দিতে বলেন। ডিজিটাল প্রতারণার বাড়তি ঝুঁকি তুলে ধরে, তিনি আরও শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ব্যাংকগুলোর পুনঃ-কেওয়াইসি এবং অননুমোদিত আমানত সম্পর্কে প্রচেষ্টার প্রশংসা করে, তিনি সক্রিয় যোগাযোগ এবং সচেতনতা প্রচারণার প্রতি উৎসাহ দেন। তিনি আরবিআই-এর পরামর্শমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং নিয়মাবলী সহজীকরণ ও সংহতকরণের জন্য সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর উল্লেখ করেন।

এছাড়া, এই বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন নীতিমালা, তত্ত্বাবধান এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যাপক মতামত এবং প্রতিক্রিয়া শেয়ার করেন।

এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় যখন মনেটারি পলিসি কমিটি রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশে নামিয়ে আনে, যা গত তিন বছরে সর্বনিম্ন।

আরবিআই-এর মনেটারি ট্রান্সমিশন ডেটা অনুযায়ী, ব্যাংকগুলোর গড় ডোমেস্টিক টার্ম ডিপোজিট রেট ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১০২ বেসিস পয়েন্ট কমেছে, এবং নতুন রুপি ঋণের সুদের হার ৭৩ বেসিস পয়েন্ট কমেছে।

ডিসেম্বর পলিসি পর্যালোচনায়, আরবিআই ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দুই মাসব্যাপী একটি ক্যাম্পেইন চালুর প্রস্তাব দিয়েছে, যাতে আরবিআই ওম্বাডসম্যানের কাছে এক মাসের বেশি সময় ধরে মুলতুবি থাকা সব অভিযোগের সমাধান করা যাবে।

ভারতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন রেকর্ড, অর্থবছর ২০২৪-২৫ তে এনপিসিআইএল উৎপাদন করেছে ৫৬,৬৮১ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থবছর ২০২৪-২৫ তে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। ন্যাশনাল পারমাণবিক পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এ বছরে মোট ৫৬,৬৮১ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে, যা পূর্ববর্তী সব বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ। পরমাণু শক্তি মন্ত্রণালয়ের মতে, এটি প্রথমবারের মতো এনপিসিআইএল ৫০ বিলিয়ন ইউনিটের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এই উৎপাদন পরিবেশে ৪৯ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন এড়াতে সহায়ক হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, গবেষণা রিয়্যাক্টরগুলোর উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পে রেডিয়েশন প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিএই নিরবচ্ছিন্ন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতীয় নিরাপত্তা এবং কৌশলগত কর্মসূচির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ রাজস্থানের মাহী বানসওরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের চারটি ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পে ৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রিয়্যাক্টর নির্মিত হবে, যা এনপিসিআইএল এবং এনটিপিসি যৌথ উদ্যোগ আশভিনি দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। রাজস্থানে "রাওতভাটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইউনিট ৭" উত্তরাঞ্চলীয় গ্রিডে সংযুক্ত হয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেছে। গুজরাটের কাকরাপারে দুটি ৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রিয়্যাক্টর পূর্ণ পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রক অনুমোদন পেয়েছে। এছাড়া, তারাপুর-৩ এবং কুদানকুলাম-২ সহ কয়েকটি পারমাণবিক রিয়্যাক্টর এক বছরের বেশি সময় ধরে বিরতিহীনভাবে কাজ করেছে।

ডিএই তার স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করেছে। প্রধানমন্ত্রী বিহারের মুজাফফরপুরে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হোমি ভাভা ক্যান্সার হাসপাতাল এবং গবেষণা কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন। এছাড়াও, টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার বছরে ১.৩ লাখ রোগী নিবন্ধন করেছে এবং প্রায় ৫ লাখ মহিলা স্তন, মুখ ও গর্ভাশয় ক্যান্সার স্ক্রীনিং করিয়েছে।

কলকাতার ৩০ মেগাভোট মেডিকেল সাইক্লোট্রন কেন্দ্র পরমাণু ঔষধ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে, যেখানে ৩৭১ সিআই-সমতুল্য ডোজ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, ১৭৭লু-ডোটিএ-এফএপিআই-২২৮৬ সহ নতুন থেরাপি এবং উন্নত ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

বিএআরসি ভারতের প্রথম সার্টিফায়েড রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল ফেরোকার্বোনাটাইট মুক্তি দিয়েছে, যা বিশ্বের চতুর্থ এমন সিআরএম।এছাড়া, এনএফসি উচ্চ-পিউরিটি নাইবিয়াম উপকরণ তৈরিতে সফল হয়েছে, যা অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রামগুলোর জন্য অপরিহার্য। ইসিআইএল আকাশ-প্রাইম বিমান প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্ম এবং আকাশ ও অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেমের জন্য উপকরণ উন্নয়ন করেছে।হেভি ওয়াটার বোর্ড ৯৯.৮৮ বোরন-১১ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হবে। ডিএই নতুন দুটি জাতের ফসল তৈরি করেছে: টিবিএম-৯, একটি তাড়াতাড়ি পাকা কলা, এবং আরটিএস-৪৩, একটি উচ্চ ফলনশীল তিল। তাছাড়া, ছয়টি পূর্বে বিকাশিত তেলবীজের জাত নতুন রাজ্যগুলোতে সম্প্রসারিত হয়েছে।গামা রেডিয়েশন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১৭টি নতুন সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করা হয়েছে, যার ফলে দেশব্যাপী কার্যকরী ইউনিটের সংখ্যা ৪০ তে পৌঁছেছে। ভারতীয় ছাত্ররা আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, গণিত এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে স্বর্ণপদক জিতেছে। তাছাড়া, ইরেল এবং ইসিআইএল প্রেসিডেন্ট পুরস্কৃত হয়েছে স্কপ এডমিনেন্স পুরস্কারে।হোমি ভাভা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এনআইআরএফ ২০২৫ র‍্যাংকিংয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিভাগে সপ্তম স্থান লাভ করেছে।

এই প্রতিবেদনটি ভারতের পারমাণবিক শক্তি উন্নয়ন, চিকিৎসা, প্রযুক্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেছে, যা দেশের বৈজ্ঞানিক এবং কৌশলগত শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আগরতলায় ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও দিনটি উদযাপন করা হলো। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে আগরতলা শহরে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল সংগঠিত হয়।

আজ প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এসে শেষ হয়। শেষে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মানবাধিকারের সুরক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয়।

সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার রক্ষায় সকলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয় এই পালন অনুষ্ঠানে।

সমতল পদ্মবিলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তা করল রেড ক্রস সোসাইটি খোয়াই জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: সমতল পদ্মবিল এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল রেড ক্রস সোসাইটি, খোয়াই জেলা। গত তিন দিন আগে আগুনে অনিল শুক্ল বৈদ্যের বসতঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনায় পরিবারের প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

বুধবার দুপুরে রেড ক্রস সোসাইটি খোয়াই জেলার কর্মকর্তারা অনিল শুক্ল বৈদ্যের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রস সোসাইটি জেলার সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, চেয়ারম্যান কানাই শীল, সদস্য স্বরূপা দত্ত ও সুস্মিতা রায়সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোয় স্থানীয়দের মধ্যে রেড ক্রসের এই ভূমিকার প্রশংসা চলছে।

লোকসভায় নির্বাচন সংস্কারের আলোচনা পুনরায় শুরু, আজ উত্তর দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়া দিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: লোকসভায় নির্বাচন সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা আজ আবার শুরু হয়েছে। এই আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর দেওয়ার কথা রয়েছে। গতকাল আলোচনায় হস্তক্ষেপ করে আইন ও বিচার মন্ত্রী অরুণ রাম মেঘওয়াল বলেছেন, কংগ্রেস শাসনকালে একাধিকবার নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবন্ধন সংশোধন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু এখন বিরোধীরা এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তিনি দেশের ভোটিং ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে সবাই সমান ভোটাধিকার পেয়েছে। মেঘওয়াল বলেন, নির্বাচন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি গণতান্ত্রিক উৎসব, যা কোটি কোটি মানুষ উদযাপন করেন এবং এতে অংশ নেন।নির্বাচন সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের উপর একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেট ভোটার থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ করেন। রাহুল গান্ধী দাবি করেন যে, সেখানে এক লাখ ২০ হাজার ডুপ্লিকেট ছবি রয়েছে ভোটার তালিকায়।

বুধবার আগরতলায় সেন্টার ফর প্রোটেকশন অব ডেমোক্রেটিক রাইস এণ্ড সেকুলারিজমের উপর এক বিক্ষোভ প্রদর্শন।

ফের যান সন্ত্রাসের বলি আরো এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১০ ডিসেম্বর:- লাগাম টানতে পারছে না ট্রাফিক দপ্তর। আবারো যান সন্ত্রাসে বলি এক যুবক।নাম শ্যামল পাটারী। ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে বিলোনিয়া থানাধীন বড়পাথড়ি এলাকায়। ঘটনায় জানা যায় স্ত্রী ও সন্তানকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাক গাড়ি এসে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ে রাস্তায়। এলাকার কিছু যুবক নিয়ে যায় বড়পাথরি হাসপাতালে। চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। শ্যামল পাটারি পেশায় রংমিস্ত্রি। বাড়ি বড় পাথরি লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের গর্জনীয়া এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের শেষে শ্যামল পাটারীর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবার হাতে। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কান্নায় ভেংগে পরে পরিবারের লোকজন আত্মীয় স্বজন সহ এলাকার লোকজন। চোখের জলে শেষ বিদায় জানানোর পর শেষ কৃত্য সম্পন্ন করা হয় শ্যামল পাটারীর মৃতদেহ।

বিশ্বজয়ের ৪৯ দিন পর মাঠে ফিরছেন হরমনপ্রীতেরা, জীবনের বিপর্যয় সামলে খেলবেন মন্ধানাও, কেমন হল শ্রীলঙ্কা সফরের দল

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে দলে রয়েছেন ১৫ জন। রয়েছেন স্মৃতি মন্ধানাও। মূলত বিশ্বজয়ী দলকেই ধরে রাখা হয়েছে।

এক দিনের বিশ্বকাপ জয়ের ৪৯ দিন পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন হরমনপ্রীতেরা। শ্রীলঙ্কা সফরে যাবেন বিশ্বজয়ীরা। আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সফরের জন্য দল বেছে নিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকেরা। দল নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটেননি তাঁরা।

সুরকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে রবিবার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পর সোমবারই অনুশীলন শুরু করেন স্মৃতি মন্ধানা। শ্রীলঙ্কা সফরের দলেও রয়েছেন মন্ধানা। রয়েছেন বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারা বাংলার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার রিচা ঘোষ। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শতরান করা জেমাইমা রদ্রিগেজও। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের ম্যাচগুলি ২১, ২৩, ২৬, ২৮ এবং ৩০ ডিসেম্বর।

ভারতীয় দল: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, শেফালি বর্মা, হারলিন দেওল, আমনজ্যোৎ কৌর, অরুন্ধতী রেড্ডি, ক্রান্তি গৌড়, রেণুকা সিংহ ঠাকুর, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), জি কমলিনী (উইকেটরক্ষক), শ্রী চরণী এবং বৈষ্ণবী শর্মা।

ই-রিক্সা থেকে গাঁজা সহ আটক তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেঁচারথল, ১০ ডিসেম্বর: একটি ইরিস্কা আটক করে গাঁজাসহ তিনজনকে আটক করলো পেচারথল থানার পুলিশ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেচারতল থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে একটি ইরিস্কা আটক করে গাঁজা উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করা গাঁজার পরিমাণ ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। ই রিক্সা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে থানার সামনে দিয়ে ই রিক্সা দিয়ে গাজা নিয়ে যাচ্ছিল তারা। তখন ওই ইরেশকা সহ তাদেরকে আটক করে পুলিশ। যে তিনজন অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ, তারা হল "অঞ্জন দেবনাথ (২৭), বাড়ি মাছমারা কৃষ্ণটিলা এলাকায়। রাকেশ দেবনাথ (২৯)বাড়ি নারায়ণপুর এলাকায়। মনোজ দেবনাথ (২৭) তার বাড়িও নারায়নপুর এলাকায়।পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এন ডিপিএস ধারায় মামলা নিয়েছে পুলিশ। আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পোষ্য কুকুর হঠাৎ আপনাকে এড়িয়ে চলছে কি?

বাড়িময় দৌড়ে বেড়াবে, ছুটবে, খেলবে, বাড়ি ফিরলে কোলে আসবে তবেই তো পোষ্য চোখের মণি হয়ে উঠবে। অনেকেরই পোষ্যের সঙ্গে আলাদা সখ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ইদানীং কি পোষ্য আপনাকে এড়িয়ে চলছে কিংবা সারা ক্ষণ চুপচাপ থাকছে? তা হলে কিন্তু চিন্তার বিষয়। শরীরের পাশাপাশি পোষ্যের মনে এবং আচরণেও কিন্তু বদল আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে কথা বলে কারণ উদ্ধার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু ঠিক কোন কারণগুলির জন্য পোষ্য এমন করতে পারে? জানা থাকলে পোষ্যকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো সহজ হবে।

শারীরিক অসুস্থতা- শরীরের অন্দরে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিজের মুখে বলতে পারে না পোষ্যরা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শারীরিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। সেই কারণেও অনেক সময়ে আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে। শরীর খারাপ হলে শারীরিক স্ফূর্তিও কমে আসে। এমন হলে পোষ্যের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন। খাওয়ার পরিমাণ যদি আগের চেয়ে কমে গিয়ে থাকে, তা হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি।

মানসিক উদ্বেগ- শরীর খারাপের পাশাপাশি পোষ্যের মনেও কিন্তু কোনওসমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগে থাকলে এমন হতে পারে। জোরে কোনও শব্দ, পোষ্যের সঙ্গে বাকিদের আচরণ এবং আরও অনেক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে পোষ্যে। সেখান থেকেই জন্ম নিতে পারে ভয়। সেই ভয়ের কারণেই হয়তো আপনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে।

রুটিনের পরিবর্তন- পোষ্যদের রোজের রুটিনে কোনও বদল এলেও এমন সমস্যা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক চলার পর হঠাতপরিবর্তন এলে সমস্যায় পড়তে পারে পোষ্যরা। সেখান থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

অতীতের স্মৃতি- কখনও কোনও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সহজে ভুলতে পারে না পোষ্যরা। মাঝেমাঝেই অতীতের সেই স্মৃতি জেগে ওঠে। আপনার সঙ্গে পোষ্যের দূরত্ব বৃদ্ধির সেটাও একটি কারণ হতে পারে। খারাপ কোনও স্মৃতি যদি নতুন করে পোষ্যের মনে জাঁকিয়ে বসে, তা হলে অনেক সময়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। তবে কিছু দিন সময় দিলে পোষ্য ঠিক হয়ে যেতে পারে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন খাবার রোজ খাবেন?

রক্তচাপ বেড়ে গেলে বাড়তি সতর্কতা মেনে চলতে হয়। উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়লে প্রতিদিন ওষুধ খেতেই হবে। একদিনও ওষুধ বাদ দিলে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপই হৃদরোগ ডেকে আনে। তবে, শুধু খেয়েই যে রক্তচাপকে বশে রাখা যায়, তা নয়। খাওয়া-দাওয়ায় খুব বেশি হেরফের না হলেও, কাঁচা নুন খাওয়ার প্রতি রাশ টানেন অনেকেই। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা যাতে হেরফের না হয়, তার জন্যই খাবারে নুনের পরিমাণ কমানো দরকার। তবে, শুধু নুন খাওয়া কমালেই হবে না, জাঙ্ক ফুডের প্রতিও আসক্তি কমাতে হবে। কিন্তু কোন খাবার রোজ খেলে রক্তচাপের সমস্যা বশে থাকবে, জানেন?

উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে লাইফস্টাইলে বদল আনতে হবে। বেশ কিছু খাবার যেমন ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, একইভাবে, কিছু খাবার যোগও করতে হবে। হাইপারটেনশনের ডায়েটে তাজা ফল, শাকসবজি থাকেই। কিন্তু দই রাখেন কি? দই হল এমন একটি খাবার, যা উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপের সমস্যায় উপযোগী দই। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এপিডিমায়োলজি ও লাইফস্টাইলে ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, যেসব মহিলা সপ্তাহে পাঁচ বা তার বেশি বার দই খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কম। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তাই দই খেয়ে আপনি এই স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারেন।

রোজের ডায়েটে দই রাখলে এটি একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রদান করে। দইয়ের মধ্যে ভিটামিন বি১২, ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। তাছাড়া এই খাবার প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস। যদিও দই জনপ্রিয় এর প্রোবায়োটিক উপাদানের জন্য। দই খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

তবে, দই সরাসরি উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না। দইতে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপযোগী। এছাড়া দইতে ক্যালশিয়াম থাকে, যা মাংসপেশি গঠনে এবং হার্টের পেশির জন্য ভাল। দই খাওয়ার উপকারিতা হল, এটি ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেহেতু ওবেসিটি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তাই ওজন কমিয়ে আপনি এই রোগের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন। এভাবেই দই হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে উপযোগী। কিন্তু আপনাকে লো-ফ্যাট দই খেতে হবে। দইতে কোনও চিনি মেশালে চলবে না।

সবজি খেয়ে সুগার কমার বদলে বেড়েও যেতে পারে

ছোট থেকে সকলেই শুনেছেন যে তাজা শাকসবজির গুণ বেশি। রোগকে দূরে রাখতে গেলে পাতে শাকসবজি থাকা দরকার। এমনকী ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধও শাকসবজির মধ্যে লুকিয়ে। উচ্চে, করলা, ঢ্যাঁড়শ, ব্রকোলি, শসা, মুলোর মতো বিভিন্ন সবজি ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় উপযোগী। এগুলো ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ হয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। অনেক সময় সবজি খেয়েও আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন। এমন অনেক সবজি রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের রোগীদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যে সবজিতে স্টার্চ ও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের জন্য উপযুক্ত নয়। কোন-কোন আনাজ খেলে রক্তে সুগার লেভেল বাড়তে পারে, রইল তালিকা।

আলু: অনেকের মুখেই শুনেছেন নিশ্চয়ই, ডায়াবেটিসের রোগীদের আলু খাওয়া নিষিদ্ধ। আলুর গ্লাইসেমিক সূচক অনেক বেশি। এটি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বুঝেশুনে আলু খাওয়াই ভাল।

মিষ্টি আলু: সাধারণ আলুর চেয়ে রাঙা আলু বেশি উপকারী। কিন্তু রাঙা বা মিষ্টি আলুর মধ্যেও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের মিষ্টি আলুও সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। নাহলে বাড়তে পারে সুগার লেভেল।

ওল: গরম ভাতে সর্ষে দিয়ে মাখা ওল সেদ্ধ খেতে ভাল লাগে? কিন্তু খাবার ডায়াবেটিসের রোগীদের একটু এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। মাটির নীচের এই আনাজে স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এতে হঠাৎ শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। মিষ্টি আলুর মতো এটিও আপনার স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

কচু: মিষ্টি আলু, ওলের মতো কচুও মাটির নিচের ফসল। এই সবজিতেও স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এটি ইনসুলিনের মাত্রার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের সীমিত পরিমাণে কচু খাওয়া উচিত।

বিটরুট: মাটির নিচের সবজি বিটরুটও। এই সবজি পুষ্টিতে ভরপুর হলেও ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। যদিও বিটরুটের রস রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই অল্প পরিমাণে এটি খেতে পারেন।

কাঁচকলা: ডায়াবেটিসের রোগীরা পাকা কলা খেলেও, কাঁচকলা থেকে সাবধান। কাঁচকলার মধ্যেও ভরপুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু এতে স্টার্চের পরিমাণও বেশি। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

গাজর ও কড়াইশুঁটি: সুগার থাকা সত্ত্বেও রোজের খাদ্যতালিকায় গাজর, কড়াইশুঁটি থাকে? এগুলো স্বাস্থ্যকর সবজি, গ্লাইসেমিক সূচকও কম। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের এগুলো কম পরিমাণে খাওয়া উচিত।

অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত লাগে?

অফিসের প্রচণ্ড ব্যস্ততায় তো বটেই, এমনকি ছুটির দিনেও ক্লান্ত লাগে সারা ক্ষণ। অনেকের ঘুম থেকে ওঠার পরেও সবচেয়ে বেশি ক্লান্তি ঘিরে ধরে। শরীরের উপর একটানা ধকল গেলে সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য দীর্ঘ বিশ্রাম কিংবা বিরতির প্রয়োজন হয়। তা না হলে শরীর কাহিল হয়ে পড়ে। শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে গেলেও অনেক সময় সারা ক্ষণ ক্লান্ত লাগে। তবে কারণ যা-ই হোক, ক্লান্তি দূর করতে খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিলেই এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। কোন খাবারগুলি নিয়মিত খেলে ক্লান্তি কেটে স্ফূর্তি আসবে শরীরে?

ড্রাই ফ্রুটস: শরীরের ক্লান্তি দূর করতে এক মুঠো ড্রাই ফ্রুট দারুণ কাজে দেয়। খিদে পেলে ভাজাভুজি না খেয়ে কাঠবাদাম, কিশমিশ,আখরোট, পেস্তা, খেজুরের মতো ড্রাই ফ্রুট খেতে পারেন। ১০০ গ্রাম ড্রাই ফ্রুটে ৩৫৯ ক্যালোরি থাকে। শরীরে আয়রনের চাহিদা মেটাতেও দারুণ উপকারী ড্রাই ফ্রুটস।

ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকোলেটে থেরোব্রোমাইন ও ক্যাফিন থাকে। শরীরে তাতণিক শক্তির জোগান দিতে এই দুই উপাদানের জুড়ি মেলা ভার। তাই ক্লান্ত লাগলে মুখে ডার্ক চকলেট পুরে দিলেই হবে মুশকিল আসান।

টকদই: বর্ষাকালেও গরমের হাত থেকে রেহাই নেই। একটু বাইরে বেরোলেই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। এই সময়ে পুষ্টিবিদরা টক দই খেতে বলেন। দইয়ে উপকারী শর্করা গ্যালাকটোজ আর ল্যাকটোজ থাকে। এই উপাদানগুলি শরীরে শক্তির চাহিদা মেটায়। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় দই রাখলে শরীর চাঙ্গা থাকবে।

ডিম: রোজের ডায়েটে ডিম রাখাও ভীষণ জরুরি। ডিম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রোটিনের ভাল উত। একটি ডিমে সাত গ্রাম ফ্যাট ও ৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর ডিম খেলে শরীরে স্ফূর্তি আসে।

শরীর চাঙ্গা করতে একমাত্র ভরসা লালআঙুর

ফল খাওয়া শরীরের জন্য জরুরি। আর এই পুষ্টিকর ফলের তালিকায় রয়েছে আঙুর। তবে শুধু আঙুর খেলেই হবে না, বেছে নিতে হবে তার রঙও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্ত আঙ্গুরের মধ্যে লাল রঙের আঙ্গুর সবচেয়ে পুষ্টিকর। লাল আঙুরের রয়েছে বেশ ভরপুর পুষ্টি। ইউরোপের দেশগুলোতে লাল আঙুর বেশি জনপ্রিয়। তা থেকেই তৈরি হয় রেড ওয়াইন। কিন্তু ভারতে লাল আঙুরের প্রচলন কম। মানুষ এই আঙুর সম্পর্কে খুব একটা জানেনও না। কিন্তু লাল আঙুর এক কথায় গুণের খনি। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট,ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন। এছাড়া এক কাপ লাল আঙুরে রয়েছে ৫২ ক্যালরি, ১ গ্রাম প্রোটিন, ০ গ্রাম ফ্যাট, ১৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১ গ্রাম ফাইবার। এই বিশেষ আঙুরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি বহু রোগের ঝুঁকি কমায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক লাল আঙুরের উপকারিতা সম্পর্কে।

নিয়মিত লাল আঙুর খেলে হার্ট সংক্রান্ত সব ধরনের জটিলতা দূর হয়। লাল আঙ্গুরে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রক্তনালীগুলিকে শিথিল করে এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীতে যেকোনো ধরনের প্রদাহ কমায়। এতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ-

লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটি রক্তে শর্করা বাড়ায় না বরং কমায়। কারণ লাল আঙুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই কম। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি ব্লাড সুগার বাড়াতে দেয় না।

ওজন কমাতে—

যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের জন্য লাল আঙুর খুবই উপকারী। লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে যা খিদে কমিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে জল রয়েছে থাকে যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের লাল আঙ্গুরের রস পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

শীতে ফাঁটা ঠোটের সমস্যা চিনির গুণেই হবে মুশকিল আসান

স্থূলত্য, ডায়াবিটিসের সমস্যা থাকলে চিনি এড়িয়ে চলা ভাল। ডায়েটে চিনি যত কম রাখা যায়, ততই ভাল। তবে ত্বক পরিচর্যার জন্য আবার এই চিনিই হয়ে উঠতে পারে আপনার পরম বন্ধু। শুধু লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে কনুইয়ের কালো দাগ তোলা ছাড়াও আরও অনেক কাজে আসে চিনি। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখার সঙ্গে ঠোঁটকে নরম রাখতে এবং স্ট্রেচ মার্ক সরাতেও চিনি দারুণ উপকারী। জেনে নিন, ত্বক পরিচর্যায় কী ভাবে ব্যবহার করবেন চিনি। মৃত কোষ দূর করতে: ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে চিনি ব্যবহার করতে পারেন। কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলের সঙ্গে এক চামচ চিনি মিশিয়ে মুখে অর্থাৎ আলত হাতে ঘষুন। যত ক্ষণ না চিনি গলে যায়, তত ক্ষণই স্ক্রাবিং করুন। এর পর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ মুছে ফেলুন। মৃত কোষ উঠে ঝলমলে হবে ত্বক।

ঠোঁট ফাটার সমস্যা দূর করতে: চিনির কেরামতিতে আটকাতে পারেন ঠোঁট ফাটার সমস্যাও। বিটের রস ও চিনি মিশিয়ে লাগিয়ে নিন ঠোঁটে। নরম ও লালচে হওয়ার পাশাপাশি ফাটবেও না ঠোঁট। বিটের বদলে টোম্যাটো ব্যবহার করলেও লাভ হবে। স্ট্রেচ মার্ক দূর করতে: হঠাৎ ওজন কমলে বা বাড়লে ত্বকে স্ট্রেচ মার্ক পড়ে। সন্তানের জন্মের পরেও এমন দাগ দেখা যায়। এই দাগ সহজে যায় না। কফি, চিনি, আমন্ড তেল ও মধু মিশিয়ে নিয়মিত মালিশ করুন। ধীরে ধীরে হালকা হবে স্ট্রেচ মার্ক। এক দিনে ফল পাবেন না, ধৈর্য ধরে নিয়ম করে ব্যবহার করলে তবেই লাভ হবে।

জিমে না গিয়ে ঘরে বসেই কমবে ওজন

সারা বছর ওজন নিয়ে সচেতন থাকলেও, পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করেন অনেকেই। কঠোর ডায়েট, বাইরের খাবার খাওয়া থেকে শতহস্ত দূরে থাকা বাদ দেন না কিছুই। অনেকেই আবার পুজোর শপিং ছেড়ে জিমে গিয়েই কাটিয়ে দেন অনেকটা সময়। তাতে যে চেহারায় বিপুল পরিবর্তন আসে, এমনও নয়। উপরন্তু সময় নষ্ট।

রোগা হওয়ার জন্য সব সময়ে জিমে যেতে হবে, তার কোনও মানে নেই। বাড়িতে বসেও কয়েক দিনের মধ্যেই ওজন ঝরানো সম্ভব। শুধু মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম।

ভারী জলখাবার খাওয়া

সকালের খাবারের উপর নির্ভর করে সারা দিনের শরীরের হালচাল। রাতের খাবারের পর প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা পেট খালি থাকে। তাই সকালে তাড়াতাড়ি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। সঠিক সময়ে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাসে হজমশক্তির উন্নতি ঘটে। বাড়তি মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

পর্যাপ্ত ঘুম

গবেষণা বলছে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বডি মাস ইন্ডেক্স (বিএমআই) বেড়ে যেতে পারে। আর বডি মাস ইনডেক্স বেড়ে যাওয়ায় অর্থ ওজন বৃদ্ধি। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ছ'ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম পর্যাপ্ত হলে শুধু ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর। নিয়ন্ত্রণে থাকবে ওজন।

প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়া

ওজন কমানোর পথে প্রক্রিয়াজাত খাবার একটি বড় বাধা। ওজন কমাতে চাইলে এ ধরনের খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষত, প্রক্রিয়াজাত খাবারে ব্যবহৃত নানা উপাদান ওজন বাড়িয়ে তোলে ও নানা রকম শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া

ওজন ঝরাতে সব সময়ে ডায়েট করা জরুরি নয়। স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার খেয়েও কিন্তু মেদ ঝরানো যায়। তাই ক্ষারজাতীয় খাবার কম খেয়ে প্রতি দিন ফাইবার, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

গরম জলে স্নান করা

৩০ মিনিট শরীরচর্চা করলে যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ে, তা শুধু গরম জলে স্নান করেই পাওয়া যায়। শরীরচর্চা করার সময়ে শরীরে যে পরিমাণ তাপ উত্পন্ন হয়, গরম জলে স্নান করলেও তা পাওয়া সম্ভব। শরীরের ভিতরে উত্পন্ন এই তাপই দেহের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারে।

শীত পড়তেই কি আলসেমি চেপে ধরছে?

শীতকালে ঘুম থেকে উঠতে সকলেরই কমবেশি কষ্ট হয়। কম্বলের তলার আরমাদায়ক বিছানা ছেড়ে ঠান্ডার মধ্যে উঠে স্নান-খাওয়া করে কাজে বেরোনো বেশ কঠিন। এই মরসুমে আলসেমির কারণে অফিসে পৌঁছতে দেরিও হয়ে যায় অনেক সময়ে। তবে অফিসে গিয়েও যে খুব বেশি চনমনে লাগে, এমনটা নয়। শীতের আমেজে কোথাও যেন সারা দিনের কাজে অনীহা আসে, স্ফূর্তির অভাব দেখা যায় শরীরে। সারা দিন চনমনে থাকতে হলে সকালের কিছু অভ্যাসে বদল আনা জরুরি। জেনে নিন সকালে উঠে কোন কাজ করলে সারা দিন স্ফূর্তি থাকবে শরীরে। ১) তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ুন: বিছানায় যত বেশি সময় কাটাবেন, ততই শরীরে আলসেমি আসবে। তাই শীতের দিনেও চেষ্টা করুন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার। দিনে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টার ঘুম জরুরি। তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে সকালে তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করুন। তা হলেই চনমনে থাকবেন সারা দিন। ২) উঠেই জল খান: ঘুম থেকে উঠেই আগে জল খেলে শরীরের বিপাকহার বেড়ে যায়। বিপাকহার ভাল হলেও শরীরে স্ফূর্তি আসে। ৩) শরীরচর্চা: শীতের দিনে ইচ্ছে না করলেও শরীরচর্চা করা জরুরি। ঘুম থেকে উঠে স্ট্রেচিং, যোগাসনের মতো হালকা শরীরচর্চা করলে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়, এন্ডরফিন হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে, ফলে শরীর চাঙ্গা থাকে সারা দিন। ৪) স্বাস্থ্যকর প্রাতরাশ: তাড়াহুড়োতে প্রাতরাশ না করেই কাজে বেরোবেন না। শরীর চালনার জন্য প্রাতরাশে প্রোটিন, দানাশস্য, ফল ও শাকসব্জি বেশি করে রাখুন। কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা কম রাখলেই ভাল। বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলে সারা দিন ঝিমুনি আসতে পারে। ৫) মোবাইল ফোন ঘাঁটা বন্ধ করুন: ঘুম থেকে উঠেই অনেকের অভ্যাস থাকে মোবাইলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম খুলে স্ক্রোল করা। এতে সময়ও খরচ হয় পাশাপাশি মনের উপরেও প্রভাব পড়ে। এই একটি অভ্যাস আপনার সারা দিনের কাজের গতিকে মন্থর করে দেয়। তাই সারা দিন চনমনে থাকতে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল ফোনে স্ক্রোলিং বন্ধ করুন।

বুধবার আগরতলায় অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সামাজিক শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায়।

বিজেপির মাথাব্যথা: উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায় ২.৪৫ কোটি শহুরে ভোটার অনুপস্থিত

নয়া দিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা পর্যালোচনার প্রক্রিয়ায় একটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে বিজেপি। শহুরে ভোটারদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের নাম পুরনো আদি গ্রামাঞ্চলের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পছন্দ করছেন, ফলে শহুরে এলাকা থেকে অনেক ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন না। এই প্রবণতা বিজেপির ঐতিহ্যবাহী শহুরে ভোটব্যাঙ্ক সংকুচিত করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে, যা দলের জন্য একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

বিশেষ করে, এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর, ডুপ্লিকেট ভোটার তালিকা প্রতিরোধে কঠোরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোটারদের একমাত্র একটি স্থানে তালিকাভুক্ত হতে বলা হচ্ছে। এর ফলে, বহু শহুরে বাসিন্দা নিজেদের নাম গ্রামের ভোটার তালিকায় রাখছেন, যেখানে তারা তাদের আদি জমিজমা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে, এই সমস্ত শহুরে ভোটাররা শহরের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃত হচ্ছেন।

এটি বিজেপির জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেহেতু তাদের ঐতিহ্যগত শহুরে ভোটব্যাঙ্ক বিপর্যস্ত হতে পারে। বিশেষ করে, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, গাজিয়াবাদ, নোইডা, আগ্রা, মীরাটসহ অন্যান্য দ্বিতীয় স্তরের শহরগুলোর ভোটার তালিকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাটছাঁট হচ্ছে, যা দলের মধ্যে শঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

এখন পর্যন্ত প্রায় ১৭.৭ শতাংশ ভোটার তালিকা সংশোধনের ফর্ম জমা হয়নি, যার আনুমানিক সংখ্যা ২.৪৫ কোটি। এই ফর্ম না জমা পড়ার কারণে, প্রায় ৪,১০০ ভোট বাতিল হয়েছে অযোধ্যায় এবং লক্ষ্ণৌতে প্রায় ২.২ লাখ ভোট বাতিল হয়েছে। প্রয়াগরাজে সবচেয়ে বেশি, প্রায় ২.৪ লাখ ভোট বাতিল হয়েছে, বিশেষ করে আলাহাবাদ নর্থ, আলাহাবাদ সাউথ ও আলাহাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়।

গাজিয়াবাদে প্রায় ১.৬ লাখ এবং সাহারানপুরে ১.৪ লাখ ভোট বাতিল হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, বিগত ২০ বছরে এতটা কঠোরভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়নি। রাজ্যে গত দুই দশকে ব্যাপক অভিবাসন, মৃত্যু, এবং ডুপ্লিকেট বা ভুয়া ভোটার তালিকা শনাক্ত হওয়ার ফলে এই বাতিলকরণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বিজেপির উদ্বেগের মূল কারণ হলো শহুরে ভোটারদের আদি গ্রামে নিজেদের নাম রাখতে আগ্রহ, যেখানে তারা জমিজমা মালিক এবং যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন তাদের জন্য সরাসরি প্রভাবিত করে।

লোকসভার অধিবেশন: অমিত শাহ ও রাহুল গান্ধীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : লোকসভার অধিবেশন বুধবার উত্তপ্ত মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল, যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তৃতায় হস্তক্ষেপ করে বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী তাকে 'ভোট চুরি' বিষয়ে বিতর্কে জড়াতে চ্যালেঞ্জ করেন। এই সংঘর্ষটি ঘটেছিল যখন লোকসভায় নির্বাচন সংশোধন নিয়ে আলোচনা চলছিল।বক্তৃতায় অমিত শাহ বলেন, বিরোধীরা বিশেষ ইন্টেনসিভ রিভিশন নিয়ে উদ্বিগ্ন, কারণ এতে অবৈধ অভিবাসীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে। তবে, গান্ধী তীব্রভাবে শাহের বক্তৃতায় হস্তক্ষেপ করে বলেন, 'আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, আমার প্রেস কনফারেন্স নিয়ে বিতর্ক করুন।' শাহ তাৎক্ষণিকভাবে পালটা দেন, 'তিনি (রাহুল গান্ধী) যা বলবেন তা আমি ঠিক করতে পারি না, তাকে ধৈর্য্য ধরতে শিখতে হবে। আমি আমার বক্তৃতার সময় এবং বিষয় ঠিক করি।' এই বছরের শুরুর দিকে, গান্ধী তিনটি প্রেস কনফারেন্সে অভিযোগ করেছিলেন যে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভোট চুরির সঙ্গে যুক্ত। তিনি কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় ভোট চুরির উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। গান্ধীর হস্তক্ষেপের পরও শাহ তার আক্রমণ আরও তীব্রভাবে চালিয়ে যান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গান্ধীর 'হাইড্রোজেন বোম্ব' ছিল শুধু "ভোট চুরি" এর একটি কল্পিত ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা। শাহ আরও দাবি করেন, কিছু পরিবার পুরনো প্রজন্ম ধরে 'ভোট চোর' হিসেবে পরিচিত, যা নেহরু-গান্ধী পরিবারকে ইঙ্গিত করে বলে মনে হয়।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ তীব্র সংশোধন পর্ব-২: ৫০ কোটি ৯৬ লাখ ফর্ম বিতরণ, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৪ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : নির্বাচন কমিশন আজ জানিয়েছে, বিশেষ তীব্র সংশোধন পর্ব-২ এর সূচনার পর থেকে ৫০ কোটি ৯৬ লাখের বেশি গণনা ফর্ম নির্বাচকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এটি প্রায় ৫১ কোটি নির্বাচককে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে, যা ৯৯.৯৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই ৫০ কোটি ফর্ম ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। নির্বাচনী ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, তবে কেরালার ক্ষেত্রে তা ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত। এসআইআর -এর দ্বিতীয় পর্বটি ৪ নভেম্বর থেকে ৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে। যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে, তা হলোছত্তীসগড়, গোয়া, গুজরাত, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পুদুচেরি, লক্ষাদ্বীপ, এবং অন্ডামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ভোটার তালিকার বৃহত্তর সংশোধন কার্যক্রম ১৪ ফেব্রুয়ারি আগামী বছর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে।

মহিলাদের সুরক্ষায় ভারতীয় রেলওয়ের বিশেষ উদ্যোগ: নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার: রেলমন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : রেলপথ মন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব আজ লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে বলেছেন, ভারতীয় রেলওয়ে মহিলাদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। তিনি বলেন, মহিলাদের যাত্রা নিরাপদ করতে ভারতীয় রেলওয়ে গ্রেটার রেলওয়ে পুলিশ এর সঙ্গে সমন্বয় করে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।বৈষ্ণব জানিয়েছেন, 'মেরি সাহেলি' উদ্যোগের অধীনে একাকী মহিলাদের জন্য দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেনে যাত্রাকালীন সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, রেলওয়ে কোচ এবং রেলওয়ে স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে, যা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালায়। এছাড়া, তিনি বলেন, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোচে পুরুষ যাত্রীদের প্রবেশ প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান চালানো হয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ভারতীয় রেলওয়ে, মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, যাতে তাদের যাত্রা হয় নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন।

লোকসভায় নির্বাচন সংস্কারের আলোচনা চলছে : বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাত্রিত্বের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : লোকসভায় নির্বাচন সংস্কারের উপর চলমান আলোচনা সান্নিধ্যে অংশ নিয়ে কংগ্রেস নেতা কেকে ভেনুগোপাল বলেছেন, ভোট দেওয়ার অধিকার একটি মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। তিনি নির্বাচন কমিশনকে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার অভিযোগ তুলে বলেন, কমিশন বর্তমান সময়ে একপেশে হয়ে উঠছে।

ভেনুগোপাল অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের দলের হিসাবগুলো আয়কর রিটার্ন দাখিলের কারণে ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বিহারে ভোটারদের ব্যাপকভাবে মুছে ফেলার ঘটনাও উল্লেখ করেন।

বিজেপি নেতা রবি শংকর প্রসাদ বলেন 'যখনই বিরোধী দল হারায়, তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে।' তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেসের বিহারে প্রচুর র‍্যালি হওয়ার পরেও, তারা বিধানসভা নির্বাচনে শুধু কয়েকটি আসনে জিতেছে।'

প্রসাদ কংগ্রেস এবং তাদের জোটসঙ্গীদের আত্মমগ্ন হয়ে নিজেদের পরাজয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার পরামর্শ দেন এবং নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ না করতে বলেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায় অভিযোগ করেন যে, এসআইআর জনগণকে হয়রানি করার জন্য চালানো হচ্ছে এবং এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিএলও (ব্লক লেভেল অফিসার)-দের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে এই কার্যক্রমের কারণে।

রাহুল গান্ধী বলেন, 'এটা একটি বিরাট অনিয়ম এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। তিনি বিহার এবং হরিয়ানা রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যেখানে "লাখ লাখ ভুয়া ভোটার" রয়েছেন এবং "ব্রাজিলীয় নারী" ২২ বার ভোটার তালিকায় উঠে এসেছে বলে অভিযোগ করেছেন।' তিনি নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব এড়ানোর জন্য অভিযুক্ত করেন এবং সতর্ক করে বলেন, 'বিরোধী দল নির্বাচন আইন পরিবর্তন করতে পারে এবং কমিশনকে খুঁজে বের করতে আসবে।'

এদিকে, রাজ্যসভায় ব্যাপক হইচই সৃষ্টি হয় যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গেকে "ভিন্ন বিষয়" তুলে আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য লক্ষ্য করেন। তিনি অভিযোগ করেন, খড়্গে ভান্ডে মাতরম প্রসঙ্গের সময় বিদেশনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

এছাড়া, কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি নির্বাচন সংস্কারের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন এবং বিরোধী দলটি ভোটার তালিকায় বড় ধরনের অনিয়মের কথা তুলে ধরেছে।

এই আলোচনার পর, বুধবার সংসদে ভাণ্ডে মাতরমের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা চালু থাকবে।

আদানি গ্রুপ ২০৩১ সালের মধ্যে ভারতে ১২ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে: গৌতম আদানি

ধানবাদ, ১০ ডিসেম্বর :পোর্ট থেকে এনার্জি পর্যন্ত বিস্তৃত আদানি গ্রুপ আগামী ছয় বছরে ভারতে মোট ১২ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে ঘোষণা করেছেন গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি।

তিনি জানান, এই বিশাল বিনিয়োগটি হবে অবকাঠামো, খনি, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং বন্দরসহ বিভিন্ন খাতে।

আদানি পিটিআইকে বলেন, 'ভারতে বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা আগামী ছয় বছরে ১০ থেকে ১২ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে যাচ্ছি।'

তিনি আরও বলেন, 'কর্মসূচি অনুযায়ী, ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বনির্ভরতা পরিকল্পনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করছেন, যা তিনি "ভারতের নতুন স্বাধীনতা" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।'

গৌতম আদানি ধানবাদের আইআইটি-এর শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এখন পর্যন্ত পরিকল্পিত এই বিনিয়োগে অন্তর্ভুক্ত থাকবে অবকাঠামো, প্রযুক্তি, শক্তি পরিবর্তন, বন্দর এবং অন্যান্য খাত।

তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বের অন্যতম দ্রুতগতির নবায়নযোগ্য শক্তির কোম্পানি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং ভারতের আগামী দশকের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা আমাদের সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

আদানি গ্রুপ গুজরাটের খাভদায় ৫২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য শক্তি পার্ক তৈরি করছে। এই পার্কটির পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদিত হবে, যা প্রতি বছর ৬০ মিলিয়ন গৃহস্থালীর জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহ করবে।

এছাড়া, আদানি গ্রুপ খনি এবং উপকরণের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছেএতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিভিন্ন খনিজ উত্তোলন, ধাতু, অ্যালয় এবং গ্রিন ট্রানজিশনের জন্য প্রস্তুত করা উন্নত পণ্য।

আদানি বলেন, 'এগুলি খেলার অংশ এবং যাত্রার অংশ। আজকের ভারতীয় শিল্প নিজেকে জাতি গঠনে অংশীদার হিসেবে দেখছে।' তিনি আরও বলেন, ২১ শতকের ভারতীয় সার্বভৌমত্ব নির্ভর করবে 'দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শক্তি ব্যবস্থার উপর।'

আইআইটি আইএসএম-এ তাঁর মূল ভাষণে আদানি বলেন, আগামী পাঁচ বছরে এনার্জি ট্রানজিশন খাতে ৭৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'বিশ্বব্যাপী গ্রিন এনার্জি রূপান্তর আগামী কয়েক দশক ধরে সবচেয়ে বড় শিল্প হিসেবে উঠতে চলেছে, যার মূল্য কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার।' আদানি গ্রুপ ১১টি পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈচিত্র্যময় প্রতিষ্ঠান। গৌতম আদানি, ৬২ বছর বয়সি, একজন প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা, যিনি একটি ব্যবসায়িক গ্রুপকে ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বাজারমূল্যে নিয়ে গেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় লোক আদালতে

নিষ্পত্তির জন্য উঠবে ৩৪,৭০৯ টি মামলা

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৫ ইংরেজি, শনিবার, রাজ্যে বসছে এবছরের চতুর্থ জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৬০ টি বেঞ্চে ৩৪,৭০৯ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এরমধ্যে আদালতে জমে থাকা ২৯ হাজার ৯৩ টি মামলা এবং মামলা পূর্ব বিরোধ (Pre-litigation) সংক্রান্ত ৫,৬১৬ টি মামলা রয়েছে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৩৩৭ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত ২২৬ টি মামলা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪২৫৫ টি মামলা, বিএসএনএলের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ১৩৬১ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ২৮৪১৯ টি মামলা, চেক বাউন্স (এনআই অ্যাক্ট) সংক্রান্ত ৪০ টি মামলা, দেওয়ানি মামলা ৪৯ টি মামলা, জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত একটি মামলা, টিএস (ইসি) সংক্রান্ত ৪ টি মামলা, জিসি মামলা ৭ টি এবং চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ১০টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি বেঞ্চে ২৩ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি অমরনাথ গৌড় জাতীয় লোক আদালত সফল করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিস্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব শ্রীমতি ঝুমা দত্ত চৌধুরী আবেদন করেছেন।

The Chief Executive Officer, Bishalgarh Municipal Council, Tripura invites e-Tender against Press NIT No. 02/BMC/BLG/2025-26, Dated- 04/12/2025.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Construction of Common Facility Centre (CFC) near Laxmibill Cremation ground under Bishalgarh Municipal Council. W/No 11 DNIeT No :- 81/BLG-MC/DNIeT/2025	Rs. 4,97,774.00	Rs. 9,955.00	6 (Six) months	Up to 15.00 hrs on 26/12/2025	At 15.30 hrs on 26/12/2025

Earnest money should be deposited in the State Bank of India or any scheduled Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit-at-call" or "Demand Draft" on schedule bank only in favour of the Chief Executive Officer, Bishalgarh Municipal Council, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura. The Deposit-at-call or Demand Draft must be submitted along with the tender.""Details tender notice and Draft NIT can be seen in the office of the Bishalgarh Municipal Council, Sepahijala Tripura and kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**

ICA/C/3384/25

Dy. Chief Executive Officer
Bishalgarh Municipal Council
Sepahijala, Tripura.

PNIT No. F. 30/EE/PWD(R&B)/KHW/2025-26 **date: 04-12-2025**

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & Stare Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

SL No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIe-T No: 106/SE-II/PWD(R&B) /2025-26	₹ 41,12,214.00	₹ 82,244.00	90 (Ninety) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/3388/25

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-24/EE/RD/KHW-DIV/2025-26, Dt.08.12.2025

The Executive Engineer, RD. Khowai Division, Khowai Tripura invites online rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to **3.00 P.M on 15/12/2025** for Survey work for DPRs. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact 7005307773. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
RD, Khowai Division
Khowai Tripura

ICA/C/3393/25

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, আগরতলা মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের আদালতের মামলা নং বিবিধ ৪৮১৯/২০২৫, তারিখ ০৫/১১/২০২৫ এর নির্দেশ অনুসারে আগরতলা ট্রাফিক দপ্তর কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ৪১০ (চারশত দশ) টি পরিবর্তিত মোটরসাইকেলের সাইলেন্সার গত ০৯/১১/২০২৫ ইং তারিখে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া মেনে ধ্বংস করা হয়েছে। উল্লেখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত ৪১০ (চারশত দশ) টি সাইলেন্সারের অবশিষ্ট অংশসমূহ আগামী ১৩-১২-২০২৫ ইং তারিখে, সকাল ১১:০০ ঘটিকা, আগরতলা ট্রাফিক ইউনিট অফিসে দরজ্ঞানপত্র মোতাবেক পরিমাপের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে। সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে নির্ধারিত তারিখ ও স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। **ICA/D-1504/25**

NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotations are invited from reputed and experienced Event Management Agencies/ Service Providers for organizing Workshops, Seminars and Event Programmes at Government Degree College, Khumulwng.

Scope of Work
- The selected agency will be required to provide the following services (as applicable):
- Venue Management: Stage setup, seating arrangements, sound system, lighting, podium, banner, backdrops.
- Technical Support: Audio-visual equipment, projector, LED screen, generator backup.
- Event Materials: Registration kits, stationery, certificates, banners and printing.
- Hospitality: Tea & snacks, lunch, bottled water for participants and guests.
- Logistics: Venue decoration, photography/videography, event coordination.
- Any other service(s) required by the College for smooth conduct of the programme.

Eligibility Criteria
- The agency must have prior experience in organizing academic workshops/seminars/events.
- Must submit a copy of GST Registration, PAN, and organizational profile.

Submission of Tender
- Quotations must be submitted in sealed cover addressed to:
- The Principal, Government Degree College, Khumulwng.
- The envelope should clearly mention: "Tender for Organizing Workshop/Seminar/Event Programme 2025"
- Last date for submission: 20/12/2025 (up to 3:00 PM).
- Opening of tenders: 20/12/2025 at 4:00 PM (if applicable).

Terms & Conditions
- The College reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason.
- Incomplete or unsigned quotations will be rejected.
- Rates must be quoted item-wise and inclusive of all taxes.
- Payment will be made as per availability of fund and upon satisfactory completion of the work.
- The selected agency must complete the setup and arrangements well before the schedule.

ICA/C-3399/25

[Dr. Bhupendra Debbarma]
Principal-in-Charge
Govt. Degree College,
Khumulwng, West Tripura.

তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদে প্রতিদিনের প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া দাবির ওপর কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস আগামী শীতকালীন সংসদ অধিবেশনে প্রতিদিন নতুন, নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। দলের মূল লক্ষ্য হবে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়া অর্থের দাবি তোলা, যা দীর্ঘদিন ধরে মেটানো হয়নি।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা প্রতিদিন একটি নতুন প্রতিবাদ করবেন, আলাদা পোস্টার এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংসদের আশপাশে প্রদক্ষিণ করবেন। দলের এই প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের কাছে ২০টি প্রশ্ন তুলে ধরা, যার মধ্যে রয়েছে অর্থ মুক্তি, দুর্যোগ ত্রাণ, অবকাঠামো প্রকল্প এবং সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়। তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হাজার হাজার কোটি টাকা এখনও মেটানো হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে এমজিএন-রেগা, পিএম আবাস যোজন (গ্রামীণ), সামগ্রিক শিক্ষা, পিএম গ্রাম সড়ক যোজনা এবং জল জীবন মিশন। তৃণমূল নেতারা আরও দাবি করেছেন, আমফান, ইয়াস এবং বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিপূরণও এখনও মেলেনি, এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুর্যোগ সহায়তা তহবিলের টাকা মুক্তি পায়নি।

এছাড়া, দলের প্রশ্ন রয়েছে দীভি সেচ প্রকল্পের জল ছাড়ার কারণে বন্যা পরিস্থিতি, যা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই জল ছাড়া হয়, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে। তৃণমূলের দাবিতে রয়েছে ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশন পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে বিলম্ব, এবং পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় তহবিলের অপ্রতুল প্রবাহও। তৃণমূলের ২০-পয়েন্টের দাবির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দাবিও রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সর্ণা বা সাড়ি ধর্মকে পৃথক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি, কুর্মালি এবং রাজবংশী কামতাপুরি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তি, গঙ্গাসাগর মেলা জাতীয় মেলায় পরিণত করার দাবি, পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ ফাউন্ডেশন ডে হিসেবে ঘোষণা এবং রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে "বাংলা" করার প্রস্তাব।

দলটির নেতারা জানিয়েছেন, তারা শীতকালীন অধিবেশনে এই বকেয়া দাবির বিষয়ে বার বার সরকারের কাছে প্রশ্ন তুলবেন, যা তাদের মতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংসদীয় চাপ সৃষ্টি করার একটি অংশ। এছাড়া, সি রাজাগোপালাচারি (রাজাজী) এর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সংসদের কেন্দ্রীয় হলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। তৃণমূলের সাংসদ ইউসুফ পাঠান এবং জুন মালিয়া এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। দলটি মনে করে, শীতকালীন অধিবেশন কেন্দ্র-রাজ্য অর্থ এবং সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করবে, যা সংসদের মধ্যে জোরালো বিতর্কের কারণ হতে পারে।

নাগিছড়ায় ফিশ ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ড পরিদর্শনে মেয়র, অবকাঠামো উন্নয়নে আশ্বাস

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: নাগিছড়ার ফিশ ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ড পরিদর্শনে যান আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। বহিঃরাজ্য থেকে আগত মাছ বোঝাই ট্রাকগুলির আনলোডিং প্রক্রিয়া যাতে যানজট না তৈরি করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে দুই বছর আগে নির্মিত হয়েছিল এই ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ড।

এদিন পরিদর্শন শেষে মেয়র জানান, বর্তমানে ফিশ ট্রানশিপমেন্ট ইয়ারটি স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হলেও কিছু জরুরি অবকাঠামোগত সমস্যা রয়ে গেছে। বিশেষ করে সিকিউরিটি গার্ডদের জন্য আলাদা রুম, পর্যাপ্ত আলো এবং জলের ব্যবস্থার অভাব রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে পরিষেবার মান আরও উন্নত হয়।

পুরনিগমের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

চৌমুহনী বাজারে ওবাল কোম্পানির নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ, কাজ বন্ধ, এলাকাবাসীর ক্ষোভ চরমে

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: চৌমুহনী বাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে ওবাল কোম্পানি প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মার্কেট শেড ও কমিউনিটি হ নির্মাণের কাজ দু'বছর আগে শুরু করেছিল। শুরু থেকেই কাজের গুণগত মান নিয়ে এলাকাবাসী ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের অভিযোগ থাকলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি অভিযোগ আমলে না নিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে নির্মাণকাজ চালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ ওঠে। স্থানীয়রা জানান, বারবার সতর্ক করার পরও নির্মাণকাজে মান উন্নত করা হয়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কাজটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। নিম্নমানের কাজ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমতলী থানায় একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, চৌমুহনী বাজারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছাড়াও ওবাল কোম্পানি বিভিন্ন স্থানে এখনও খারাপ মানের মেটেরিয়াল ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এ নিয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ছামনু বিধানসভায় মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর দলত্যাগ, তিপরা মথায় যোগদান মায়াবতী চাকমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর:ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মহিলা মোর্চায় বড়সড় ভাঙন। মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতি মায়াবতী চাকমা দলত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তিপরা মথা দলে যোগদান করেছেন। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে তিপরা মথায় তাঁর এই যোগদানে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দলত্যাগ প্রসঙ্গে মায়াবতী চাকমা অভিযোগ করেন, পুরনো কর্মীদের দলে কোনও সম্মান নেই। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজ করেছি, কিন্তু বর্তমান সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করছে না।

এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তিনি বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন রাজনৈতিক পথচলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। ছামনু বিধানসভায় মহিলা মোর্চার শীর্ষ নেত্রীর এই দলত্যাগে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেলাঘর থানার অভিযানে ধনমুড়ায় ১৪টি প্লটে ১ লাখ ২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর : মেলাঘর থানার উদ্যোগে ও দক্ষিণ তৈবান্দল ফাঁড়ির তৎপরতায় ধনমুড়া কুয়াইখেতে বৃহৎ মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে বিশাল টিএসআর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ গাঁজার চাষাবাদ এলাকায় প্রবেশ করে এবং মোট ১৪টি প্লটে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে।

থানার সূত্রে জানা যায়, জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে গাঁজা চাষিরা বিপুল পরিমাণ মাদক ঘরে তোলার পরিকল্পনা করেছিল। তবে প্রশাসনের সক্রিয় নজরদারি ও পূর্ব-তথ্যের ভিত্তিতে আগেভাগেই অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, চাষিরা প্রশাসনের গতিপ্রকৃতি ব্যাহত করার জন্য বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা করলেও পুলিশ-টিএসআর বাহিনীর শক্তিশালী উপস্থিতি দেখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

ফলে কোনোরকম বাধাবিপত্তি ছাড়াই পুরো গাঁজা নষ্ট করে এলাকাটি সুরক্ষিত অবস্থায় ফিরে আসে পুলিশ বাহিনী। ওসি জয়ন্ত দাস আরও জানান, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মনাইপাথরে দেড় লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার, অভিযানে তৎপর যাত্রাপুর থানার পুলিশ

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: সাম্প্রতিক নেশা-বিরোধী অভিযানে যাত্রাপুর থানা যে যথেষ্ট তৎপর তা আবারও প্রমাণিত হল। গভীর রাতে মনাইপাথর এডিসি ভিলেজে অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিকের দুটি ড্রাম ভর্তি মোট ৪৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা।

থানার ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধনের নেতৃত্বে একদল অফিসার ও নারী-পুরুষ কনস্টেবল নিয়ে সমীর বৈদ্যর বাড়িতে হানা দেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ রাত প্রায় বারোটার দিকে বাজারে পৌঁছে গাড়ি রেখে কৃষি মাঠ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়িটি ঘিরে ফেলে।

পুলিশি টহল টের পেয়ে কুখ্যাত নেশা মজুদদার সমীর বৈদ্য আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। বাড়িতে অন্যান্য লোকজন উপস্থিত থাকলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

তদন্তে জানা যায়, পাচারের উদ্দেশ্যে শুকনো গাঁজাগুলি মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। পাচারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক ঘণ্টা আগে মাটি খুঁড়ে ড্রামে ভরে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ই গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে দ্রুত অভিযানে নামে যাত্রাপুর থানা।

ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধন জানান, অভিযুক্ত সমীর বৈদ্যের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি চলছে।

প্রতিভা ও সৃজনশীলতার নিরিখে কোনও অংশে কম নয় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: প্রতিভা ও সৃজনশীলতার নিরিখে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কোনও অংশে কম নয় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা। জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের প্রতিভা বিকাশে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সরকার।

আজ আগরতলার উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষার উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক আন্তঃ বিদ্যালয় ব্যান্ড প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সমগ্র শিক্ষা, ত্রিপুরার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ব্যান্ড আমাদের খেলাধুলার অঙ্গ। এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা, ধৈর্য্য এবং দলগত সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এই গুণগুলি তাদের শুধু ভালো শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করে না, তাদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার পাশাপাশি তাদের জীবনকে সফল করে তোলে। ভবিষ্যত জীবনে চলার পথে এগিয়ে যেতে এই সৃজনশীল গুণগুলি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের বড় শক্তি। এগুলি তাদের ভবিষ্যতে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে শেখায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ব্যান্ড প্রতিযোগিতাটি শুধুমাত্র একটি প্রতিযোগিতাই নয়, এটি শৃঙ্খলা, একতা, দলগত কাজ এবং সৃজনশীলতার এক অনবদ্য নিদর্শন। ছেলেমেয়েদের উৎসাহ, তাদের সাজসজ্জা সব মিলিয়ে সাংস্কৃতিক ও দলগত কার্য্যক্রমে ত্রিপুরার মান উঁচুতে তুলেছে। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া না পাওয়া বড় বিষয় নয়, বরং এই ধরনের মঞ্চে যোগদান করা বড় উপলব্ধি বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই ব্যান্ড প্রতিযোগিতা ২০১৭ সাল থেকে আয়োজিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় ২০১৯ সাল থেকে এই ব্যান্ড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংগীত, নাটক, ব্যান্ড ইত্যাদি সৃজনশীল কাজে বেশি করে যুক্ত হলে সমাজ আরও এগিয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষার স্টেট প্রজেক্ট ডিরেক্টর রাজীব দত্ত, এসসিইআরটি-র অধিকর্তা এল ডার্লং সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। রাজ্যভিত্তিক এই ব্যান্ড প্রতিযোগিতায় ৭টি স্কুল থেকে ১০টি দল অংশগ্রহণ করে। রাজ্যভিত্তিক এই ব্যান্ড প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত সেরা দলটি রাঁচিতে অনুষ্ঠিত জোনালভিত্তিক ব্যান্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

মানবাধিকার দিবসে এসআইআর নিয়ে তীব্র ক্ষোভ, গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপের অভিযোগ সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম — র

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: বুধবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আগরতলা রাজবাড়িতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দিবসটি পালন করল সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম।

এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে মানবাধিকার রক্ষার গুরুত্ব, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের এক প্রতিনিধি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, এসআইআর নিয়ে অতীতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষ যেভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন, তা অভূতপূর্ব। তাঁর বক্তব্য, "এসআইআর-এর নামে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে।"মানবাধিকার দিবসের মঞ্চ থেকে তিনি সরকারের কাছে আহ্বান জানান মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে অবিলম্বে কার্য্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন সাধারণ নাগরিক নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন। অনুষ্ঠানে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আগামী দিনে আরও কর্মসূচি গ্রহণের কথাও জানায় সংগঠন।

এ.জি.এম.সি. অ্যান্ড জি.বি.পি. হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি বিভাগে বাংলাদেশি নাগরিকের সফল পলিপ্যাকটমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর:গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবায় আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশি নাগরিকের চিকিৎসা গ্রহণের দৃষ্টান্ত অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের কুমিল্লার কাপ্তান বাজারের বাসিন্দা মোঃ আনোয়ার হোসেনের পুত্র মোঃ সাহাব উদ্দিনের (৩২) বুকে জ্বালা-পোড়া, হজমের অসুবিধা ও পেটব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ ছিল। গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তিনি জি.বি.পি. হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টে আসেন। সেখানে দেখানোর পর জি.বি.পি. হাসপাতালের এস.এস. ব্লকে গত ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট চিকিৎসক ডা. শুভদীপ পালের পরামর্শে তিনি এন্ডোস্কোপি করতে রাজি হন। এন্ডোস্কোপি রিপোর্টে তার পলিপ ধরা পড়ে। ডা. শুভদীপ পাল অত্যাধুনিক সি.ভি. ১৯০ এন্ডোস্কোপি মেশিনের দ্বারা দক্ষতার 'হট স্লেয়ার পলিপ্যাকটমি' করেন। পলিপটি অপসারণের পর কোনও রক্তপাত হয়নি। বর্তমানে রোগী সুস্থ আছেন।

অপারেশনের পর রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে ছুটি দেওয়া হয়। জি.বি.পি.-র এস.এস. ব্লকে পলিপটির চিকিৎসা না করালে তা ভবিষ্যতে ক্যান্সারের রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই টিমে চিকিৎসক ডা. শুভদীপ পালের সাথে ছিলেন ও.টি. নার্স পাপড়ি ভৌমিক, ও.টি. টেকনিশিয়ান সুমন কুমার শীল এবং সুলভ কর্মী হিসেবে ছিলেন মিনতি চক্রবর্তী ও বিজয়া দত্ত বণিক। লোকাল এনেস্থেসিয়া দিয়ে হয়েছে পেট না কেটেই পলিপ্যাকটোমি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি খরচে পলিপ্যাকটোমি করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জি.বি.পি. হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডা. শুভদীপ পালকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে রেড ক্রস অফিস পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ ডিসেম্বর: দুই দিনের দক্ষিণ জেলা সফরের দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির দক্ষিণ জেলা শাখা অফিস পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোঃ সাজাদ পি, পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস, রেড ক্রস সোসাইটির দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক লক্ষন মালাকারসহ অন্যান্য সদস্যরা।

পরিদর্শন শেষে আলোচনা রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির বিভিন্ন কার্য্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাভাবনা ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলোর কথা তুলে ধরেন।

এই সফর উপলক্ষে দক্ষিণ জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আওতায় আভা কার্ড এবং আয়ুষ্মান কার্ড ১০০ু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু হওয়া কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে তিনি দুজন উপকারভোগীর হাতে আভা কার্ড ও আয়ুষ্মান কার্ড তুলে দিয়ে কর্মসূচির শুভসূচনা করেন।

দুই দিনের দক্ষিণ জেলা সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাজ্যপাল জানান, সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলি পরিদর্শন করে সীমান্তবাসীর সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা, এবং বহুদিন ধরে যাকে "শেষ সীমানা" বলা হতো তাকে উন্নয়নের মূলধারায় এনে "প্রথম সীমানা" হিসেবে গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। একইসঙ্গে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করে তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়েও নজর দেওয়া হবে।

তিন আরও বলেন, রাজ্যের শহুরে মানুষ বিশেষ করে আগরতলার বাসিন্দারা যে সুবিধা ভোগ করেন, সেই একই সুবিধা যেন সীমান্ত এলাকার মানুষও পেতে পারেন এই লক্ষ্যেই তাঁর এই সফর।

খোয়াইয়ে মায়ের বকুনিতে নাবালিকার আত্মহত্যা, এলাকায় শোকের ছায়া

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: খোয়াই পূর্ব গণকিতে মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পড়াশোনা নিয়ে মায়ের বকুনি পাওয়ার পরই আত্মঘাতী হয়েছে এক নাবালিকা, এমনই অভিযোগ। মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা শুক্ল বৈদ্য (১৫)।পরিবার সূত্রে জানা যায়, পড়াশোনা নিয়ে মা সামান্য বকুনি দিলে অভিমান করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় প্রিয়াঙ্কা। কিছুক্ষণ পর বারবার ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া না পেয়ে পরিবারের উদ্বেগ বাড়ে। পরে দরজা ভেঙে দেখা যায়, সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে নাবালিকা। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা হিসেবে ধারণা করা হলেও, পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। হঠাৎ এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোক ও নীরবতা।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ, পুদুচেরি, লক্ষাদ্বীপ, এবং অন্ডামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ভোটার তালিকার বৃহত্তর সংশোধন কার্যক্রম ১৪ ফেব্রুয়ারি।

পঞ্চায়েত থেকে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগ করে নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে। যে ছেলেটি মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার বাবার নাম নিমাই দাস। বামনছড়া পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ের কাছাকাছি তার বাড়ি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশের পক্ষ থেকে নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করে তার অভিবাবকের হাতে দেওয়া হয়।

শহরে শিশু চুরির

● প্রথম পাতার পর

শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটি রিকশায় চেপে পালিয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়ায়। শিশুর মায়ের কান্না শুনে পথচারী এক যুবতী এগিয়ে এসে পুরো ঘটনা জানতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। স্কুলের সামনের একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শিশুচোরকে চিহ্নিত করা ও অপহৃত শিশুকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটিকে উদ্ধারে সর্বাত্মক অভিযান চলছে।

জাতীয় লোক আদালত ১৩ই

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ানি মামলা ৪৯ টি, জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত একটি মামলা, টিএস (ইসি) সংক্রান্ত ৪ টি মামলা, জিসি মামলা ৭ টি এবং চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ১০টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি বেঞ্চে ২৩ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি অমরনাথ গৌড় জাতীয় লোক আদালত সফল করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিস্টে সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী অনুরোধ জানিয়েছেন।

কৈলাসহর হাসপাতালে রক্ত

● প্রথম পাতার পর

কারণে রোগীদের রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে না। ইন্টারনেট সমস্যা যতদিন থাকবে ততদিন রক্ত পরীক্ষা করা হবে না।তবে আশেপাশের পুরো কৈলাসহর মহকুমায় ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিক থাকায় বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

রোগীরা সরকারি হাসপাতালের বদলে নিজেদের খরচে বাইরের প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাচ্ছেন, ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। একাংশ রোগী দাবি করেন, হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার এবং প্রাইভেট ল্যাবরেটরি মালিকদের মধ্যে গোপন লেনদেনের কারণে রক্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে এবং মেডিকেল অফিসার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের অন্যতম পুরোনো হাসপাতাল হিসেবে পরিচিত রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল শহর এলাকায় অবস্থিত। শহর এলাকার হাসপাতালেই যদি স্বাস্থ্যসেবার এই রূপ দেখা যায়, তবে প্রত্যন্ত এলাকার হাসপাতালের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়।

রোগীদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। তাই সংশ্লিষ্ট মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে দপ্তরীয় বা প্রশাসনিক দিক থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে সরকারের এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ণ হবেএমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন নাগরিকরা।

দমকল কর্মীর আত্মহত্যা চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার খবর পান। মৃতের স্ত্রী জানান, বিভিন্ন জায়গা থেকে তার স্বামী ঋণ নিয়েছিলেন এবং পাওনাদারদের চাপ দিন দিন বাড়ছিল। সেই মানসিক চাপ থেকেই বাপ্পা রক্ষিত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করছেন তিনি। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মানবাধিকার সুদৃঢ় করতে

● প্রথম পাতার পর

সরকার প্রতিটি বিষয়ে সচেতন এবং সংবেদনশীল। কিছু করার আগে আমাদের সরকার কাজ করে এবং বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করে। সরকার এবং টিএইচআরসি এর মধ্যে একটি সমন্বিত সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং একে অপরকে বিশ্বাস করতে হবে। কোনো সাংবাদিক আক্রমণের শিকার হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিই। এই সরকার একটি গণমুখী সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেছেন যে আগে উত্তর পূর্বাঞ্চল অবহেলিত ছিল এবং এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কারণে উত্তর পূর্ব যোগাযোগ, ইন্টারনেট এবং আরও অনেক কিছু থেকে শুরু করে ব্যাপক উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে। আমরা যদি মানবাধিকার বজায় রাখতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন অরিন্দম লোধ, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, আইন সচিব শঙ্করী দাস, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

কৃষির নতুন অধ্যায় ঃ কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কৃষকেরা প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিষেবায় দ্রুত পাবে এবং আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। একই সঙ্গে প্রতিটি প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। এটি অ্যাগ্রি-টেক খাতে নতুন উদ্ভাবনের সুযোগও সৃষ্টি করবে , যা উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, কৃষক রেজিস্ট্রির মাধ্যমে প্রতিটি কৃষকের একটি 'ইউনিক ফার্মার আইডি' তৈরি করা হবে যা জমি ও ফসল সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে এবং সরকার যথাযথ পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারণে সক্ষম হবে।

তিনি জানান, এর ফলে কৃষকেরা এক জায়গায় সব তথ্য ও সুবিধা পাবেন, যা তাদের সময় ও খরচ দুটোই বাঁচাবে। কৃষক রেজিস্ট্রির শুধু প্রশাসনিক কাজ সহজ করছে না; এটি কৃষকদের সক্ষম করে তুলবে , নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বাড়াতে সাহায্য করবে এবং আমাদের কৃষিক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। আমি রাজ্যের রাজ্যে অন্নদাতা সকল কৃষক দের কে অনুরোধ করছি দ্রুত এই কৃষক রেজিস্ট্রির সম্পূর্ণ করুন। আসুন, আমরা সবাই মিলে ডিজিটাল কৃষিকে গ্রহণ করি এবং কৃষিক্ষেত্রকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাই।

ইউনেসকোর তালিকায়

● প্রথম পাতার পর

হিসেবে এসেছে, যা এই ঐতিহ্যকে রক্ষা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর কাজ করবে। মন্ত্রণালয় আরো জানায়, দীপাবলি ঐক্য, পুনর্নবীকরণ এবং সামাজিক সংহতির প্রতীক, যা দীপ প্রজ্বালন, রংগুলির সৃষ্টি, ঐতিহ্যবাহী কারুকাজ, আচার-অনুষ্ঠান এবং সমবায় সমাবেশের মাধ্যমে পালন করা হয়। সংগীত নাটক একাডেমী দ্বারা প্রস্তুতকৃত এই প্রস্তাবনাটি ব্যাপক পরামর্শের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যাতে বিভিন্ন পেশাদার, কারিগর, কৃষক, ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ নানা শ্রেণির মানুষ অংশ নিয়েছিল।

ইউনেস্কো এই স্বীকৃতির ঘোষণা করে এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্ট শেয়ার করেছে, যেখানে দীপাবলিকে অর্পিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানানো হয়।ইউনেস্কো এর পোস্টে উল্লেখ করা হয়, দীপাবলি সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে, ঐতিহ্যবাহী কারিগরি কাজকে সমর্থন করে, সুস্থতা প্রচার করে এবং একাধিক সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস-এর লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখে, যেমন জীবনযাত্রার সমর্থন, লিঙ্গ সমতা এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'ভারত ও বিশ্বের মানুষরা এই স্বীকৃতির খবরে আনন্দিত। দীপাবলি আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এটি আমাদের সভ্যতার আত্মা। দীপাবলি ইউনেস্কো-এর অর্পিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এই উৎসবের বৈশ্বিক জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি করবে।'

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণনও এই স্বীকৃতিকে ভারতীয়দের জন্য গর্বের মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং দীপাবলির ঐক্য ও আলোয় অন্ধকারের বিজয়ের বার্তা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'দীপাবলি শুধু একটি উৎসব নয়, এটি একটি সভ্যতামূলক ঘটনাপ্রবাহ যা জাতিকে একত্রিত করে এবং পৃথিবীজুড়ে তা প্রতিধ্বনিত হয়। এটি ভারতের বহুসংস্কৃতি, বৈচিত্র্য এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতীক।'

বহিরাঙ্গণ বিষয়ক মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেন, 'দীপাবলির ইউনেস্কো তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এই উৎসবের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং এটি মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশ করে।'

শেখাওয়াত এই দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিকভাবে বাড়তি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এই মাইলফলক সেই যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করবে।'

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দীপাবলি এখন ভারতের ১৬তম ঐতিহ্যবাহী উপাদান হিসেবে ইউনেস্কো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে কুম্ভ মেলা, কলকাতার দুর্গাপূজা, গুজরাটের গারবা, যোগ, বেদী সঙ্গীত, রামলীলা, রাম্মান এবং কুটিয়াট্টম এর মতো ঐতিহ্যসমূহ তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

এই বছর, দীপাবলি ৬৭টি বিশ্বব্যাপী মনোনীত ঐতিহ্যবাহী উপাদানগুলির মধ্যে একটি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, যা ২০তম আন্তঃসরকারি কমিটির অধিবেশনে পর্যালোচনা করা হয়েছিল, যা দিল্লির লাল কেল্লায় ৮-১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি ভারতের জন্য প্রথমবারের মতো ইউনেস্কো প্যানেলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার গর্বের মুহূর্ত।

াঙ্গন

সালাহকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয় লিভারপুলের, বিতর্ক পেনাল্টি নিয়ে, বার্সেলোনা জিতলেও কোচের উপর ক্ষুব্ধ ইয়ামাল, হার চেলসির

মহম্মদ সালাহকে ছাড়াই মিলানে ইন্টারের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল লিভারপুল। শেষ মুহূর্তের গোলে জিতল তারা। বার্সেলোনা জিতলেও তাঁকে তুলে নেওয়ায় কোচের উপর রাগ দেখালেন লেমিনে ইয়ামাল। অন্য দুই ইংরেজ ক্লাবের মধ্যে টটেনহ্যাম জিতলেও হেরে গেল চেলসি।

পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক

লিভারপুল ১-০ জিতেছে ৮৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ডোমিনিক সোবোজলাইয়ের করা গোলে। বক্সে লিভারপুলের ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজের জার্সি আলেসান্দ্রো বাস্তোনি টেনে ধরায় পেনাল্টি দেন রেফারি ফেলিক্স জয়ার। তাঁর সিদ্ধান্তে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইন্টার অধিনায়ক পিয়োতর জিয়েলিনস্কি বলেন, ''আমরা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। আমরা যথেষ্ট আক্রমণ করতে পারিনি ঠিকই। কিন্তু রেফারি যদি এ রকম পেনাল্টি দেন, তা হলে সব ট্যাকলই পেনাল্টি হবে।'' লিভারপুলের খেলোয়াড় অ্যান্ডি রবার্টসনও বলেন, "মনে হয়েছে পেনাল্টির সিদ্ধান্তটা খুব হালকা ভাবে নেওয়া হয়েছে।'' চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট হল লিভারপুলের। তারা প্রথম আটে চলে এল।

স্লটের পাশে সমর্থকেরা

সালাহকে দলে নেননি লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লট। একা একা জিম করার ছবি পোস্ট করে বিতর্ক আরও বাড়িয়েছিলেন মিশরের তারকা। তবে লিভারপুল সমর্থকেরা রয়েছেন কোচের পাশেই। মিলানে গিয়ে ম্যাচের আগে এবং পরে স্লটের নামে জয়ধ্বনি দেন তাঁরা। স্লট বলেন, ''আমি আপ্লুত। তবে এই জয়ের কৃতিত্ব দলের। কঠিন সময়ে একসঙ্গে লড়াই করলে সব বাধা পেরোনো সম্ভব।''

ইয়ামালের রাগ

এইনট্র্যাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। দু'টি গোলই জুলস কুন্ডের। তবে ম্যাচের শেষ দিকে কোচ হান্সি ফ্লিকের উপর রেগে গেলেন লেমিনে ইয়ামাল। ৮৯ মিনিটে তাঁকে তুলে নেওয়ার পর কোচকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে দেখা যায় ইয়ামালকে। ডাগআউটে বসেও ফুঁসছিলেন ১৮ বছরের ফুটবলার। এ দিন হলুদ কার্ড দেখায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন না ইয়ামাল। ফ্লিক বলেছেন, "ও হলুদ কার্ড দেখেছিল বলে তুলে নিয়েছিলাম। যদি রেগে গিয়ে থাকে তা হলে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি এবং খুশি। নিজেও ফুটবলার ছিলাম। জানি মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হলে কতটা রাগ লাগে।'' ১৮ বছরের ইয়ামাল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান রেখেছেন।

টটেনহ্যামের জয়, চেলসির হার

ক্লাবের তারকা সন হিউং মিন ছিলেন গ্যালারিতে। তাঁর সামনেই স্লাভিয়া প্রাগকে ৩-০ গোলে হারাল টটেনহ্যাম। ম্যাচের শেষে প্রাক্তন ক্লাবের সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবলার সন। ডেভিড জিমার আত্মঘাতী গোল এবং মহম্মদ কুদুস ও জাভি সিমন্সের পেনাল্টি গোলে জিতেছে টটেনহ্যাম। এ দিকে, পিছিয়ে পড়েও আটালান্টা ২-১ হারিয়েছে চেলসিকে। জোয়াও পেদ্রো চেলসিকে এগিয়ে দিলেও জিয়ানলুকা স্কামাচ্চা এবং চার্লস দে কেতেলায়েরে আটালান্টার হয়ে গোল করেন।

টি-রেরা আন্তর্জাতিক দাবায় মহারাষ্ট্রের ইন্দ্রজিৎ, ত্রিপুরার অনুরাগ-শাক্য সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয়বারের মতো টি-রেরা আন্তর্জাতিক ওপেন ফিডে রেটিং দাবা টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায়। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে মহারাষ্ট্রের ইন্দ্রজিৎ মাহিন্দ্রা কর। নয় রাউন্ডের খেলায় সাড়ে আট পয়েন্ট পেয়ে। রানার্স খেতাব পেয়েছে আসামের ইফতিকার আলম মজুমদার ৮ পয়েন্ট অর্জন করে। বিহারের কিষান কুমার সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ত্রিপুরার অগ্রজিৎ পাল মান রক্ষা করেছে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের অঙ্কিত দাস ওপেন ক্যাটেগরিতে চতুর্থ স্থান পেলেও অনূর্ধ ১৩ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গোয়ার সাইয়ম নায়েক পেয়েছে পঞ্চম স্থান ৭ পয়েন্ট পেয়ে। ত্রিপুরার শাক্য সিং মোদক ওপেন ক্যাটেগরিতে অষ্টম স্থান পেলেও অনূর্ধ ১৩ বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে। পশ্চিমবঙ্গের নায়ক বিশ্বাস সাত পয়েন্ট পেয়ে অনূর্ধ ১৩ বিভাগের দ্বিতীয় এবং ওপেন ক্যাটাগরিতে সপ্তম স্থান পেয়েছে। তবে অনূর্ধ ১৫ ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরার অনুরাগ ভট্টাচার্য্য চ্যাম্পিয়ন গৌরব অর্জন করে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে নয় রাউন্ডের খেলায় সাড়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে। অনূর্ধ ১৫ বিভাগে ত্রিপুরার দেবময় বর্মন রানার্স খেতাব পেয়েছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মোঃ ইমতিয়াজ ওমর ইকবাল। মহিলা বিভাগে আবার চ্যাম্পিয়ন শিরোপা ত্রিপুরার দখলে। পেয়েছে অনূর্ধ ১৩ বিভাগের অঙ্কিতা সরকার। ওপেন ক্যাটাগরিতে ১৬ তম স্থান হলেও মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান অঙ্কিতার। আগরতলায় এনএসআরসিসি-তে ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে পাঁচ দিন ব্যাপী নয় রাউন্ডের আন্তর্জাতিক মানের এই প্রতিযোগিতা আজ, বুধবার নবম রাউন্ডের খেলা শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারকার আসরে সারাদেশ থেকে ১৬৬ জন প্রথম সারির দাবাড়ু এতে অংশ নিয়েছেন। প্রতিযোগিতার শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এক সিরিজে ৩০২ রান ! ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাট লাফ কোহলির, টপকালেন কি রোহিতকে ?

পন্ডিচেরী।। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুরন্ত ছন্দে দেখা গিয়েছে বিরাট কোহলিকে। তিনটি ওয়ানডে'তে দু'টি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরি করে সিরিজের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। এর ফলাফল হাতেনাতে পেলেন তিনি। আইসিসি'র ওয়ানডে ক্রমতালিকায় দু'ধাপ এগিয়েছেন বিরাট। সিংহাসনে এখনও রোহিত শর্মা। রাঁচিতে ১৩৫, রায়পুরে ১০২, বিশাখাপত্তনমে অপরাজিত ৬৫ রানের সৌজন্যে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডেতে তাঁর রান ৩০২। গড় ১০০-র উপরে। তৃতীয় ওয়ানডেতে যে ছন্দে ব্যাট করছিলেন, তাতে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, টেম্বা বাভুমার দল আরেকটু বেশি রান করলে সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক করতেন কিং। চলতি বছর ১৩ ইনিংসে মোট ৬৫১ রান করেছেন। যা একই ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক রানের নজির। ১৪ ইনিংসে ৬৫০ রান করে দু'নম্বরে হিটম্যান। টিম ইন্ডিয়ার দুই মহারথীর দুর্ধর্ষ ফর্মের পর ক্রমতালিকার শীর্ষ দুইয়ে রো-কো। রোহিতের ৭৮১। কোহলির ৭৭৩। তাঁর পরে ৭৬৬ রেটিং নিয়ে কিউয়ি তারকা ডারিল মিচেল। ক্রমতালিকায় চার নম্বরে আফগান তারকা ইব্রাহিম জাদরান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৬৪। চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলতে পারেননি শুভমান গিল। ৭২৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে তিনি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রায় আড়াই বছর পর সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ৭২২ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ বাবর আজম। ৭০৮ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তমে আইরিশ ক্রিকেটার হ্যারি টেক্টর। ৭০১ পয়েন্ট নিয়ে আটে ক্যারিবিয়ান তারকা শাই হোপ। এক ধাপ উঠে ৬৯০ পয়েন্ট নিয়ে দশ নম্বরে শ্রীলঙ্কার চরিথ আশালঙ্কা। চোটের কারণে দলে না থেকেও শ্রেয়স আইয়ার রয়েছে দশ নম্বরে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৫৯।

আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ছন্দে ফিরতে চাইছেন সূর্যকুমার

কটক।। সূর্যকুমার যাদবের ফর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন নন গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় তিনি বলেছিলেন, যে কোনও দিন রান পাবেন সূর্য। রান না পাওয়ায় চিন্তিত নন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক নিজেও। দলের জয়ই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সূর্যের ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশেই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের চমকে দিয়েছিলেন সূর্য। তাঁর ব্যাটিংয়ের বিশেষত্ব হল, মাঠের সব দিকে শট মারতে পারেন। বোলারেরা বুঝতে পারেন না, কোথায় বল রাখলে সূর্যের সমস্যা হবে। মাঠের সব দিকে শট নিতে পারার দক্ষতার জন্য সূর্যকে বলা হয়, ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটার। ৩৬০ ডিগ্রি অর্থাৎ বৃত্ত। কিন্তু বৃত্ত মানে শূন্যও ! সূর্যের দশা এখন এই দ্বিতীয় বৃত্তের মতো।

শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নয়, ঘরোয়া ক্রিকেটেও রান পাচ্ছেন না সূর্য। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে সৈয়দ মুস্তার আলি ট্রফির পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন। সর্বোচ্চ রেলের বিরুদ্ধে ৪৭। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে শেষ অর্ধশতরান ২০২৪ সালের ১২ অক্টোবর। হায়দরাবাদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৭৫। শেষ ১৯টি ইনিংসে সূর্য করেছেন মাত্র ২২২ রান। স্ট্রাইক রেট ১২০। ১৯টি ইনিংসের ১২টিতে ব্যাট করেছেন তিন নম্বরে। বাকি সাতটি ম্যাচে নেমেছেন চার নম্বরে। এর মধ্যে দু'টি ম্যাচে কিছুটা চেনা মেজাজে দেখা গিয়েছে সূর্যকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৪৭ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৯ রানের ইনিংস দু'টি খেলেন তিন নম্বরে নেমে।

সূর্য ব্যাট করতে নেমে দু'-একটা চার-ছক্কা মারছেন। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রত্যাশার পারদ চড়তে না চড়তেই আউট হয়ে যাচ্ছেন সূর্য। কখনও ভুল শট খেলছেন। কখনও ভাল বলে পরাস্ত হচ্ছেন। আবার কখনও প্রতিপক্ষের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। ২২ গজে থিতু হতে পারছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও আলাদা কিছু হয়নি। ১১ বলে ১২ রান করে আউট হয়েছেন। ১০ মিনিট ২২ গজে কাটিয়ে ১টি চার এবং ১টি ছক্কা মেরেছেন।

গম্ভীর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বার্তা দিচ্ছেন, অতীত ভাঙিয়ে দেশের হয়ে খেলা যাবে না। পারফর্ম করতে হবে। জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলতে হবে। তবু কোথাও কোথাও গম্ভীর-নীতির বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। যার উজ্জ্বলতম উদাহরণ সূর্য।

বিশ্বকাপের দু'মাসও আর বাকি নেই। এই সময় অধিনায়ক পরিবর্তন সমস্যা তৈরি করতে পারে। আবার অধিনায়ক সূর্যের হতাশাজনক ফর্ম চলতে থাকলে, ভারতকে তার মূল্যও দিতে হতে পারে। উভয় সঙ্কট। সহজ সমাধান দ্রুত সূর্যের পুরনো ফর্ম ফিরে পাওয়া। যে ফর্ম তাঁকে বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার করেছিল। সূর্য ফর্মের খোঁজে রয়েছেন। গম্ভীরও আস্থা রাখছেন। তবু বিশ্বকাপ যত কাছে আসছে, তত উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অধিনায়কের ফর্ম। ফর্মে ফেরার জন্য সূর্যের হাতে আর ন'টি ম্যাচ। শেষ ১৯টি ইনিংসে পারেননি। ঘরোয়া ম্যাচ ধরলে আরও বেশি। ফর্ম হারানো অধিনায়ককে আড়াল করে সতীর্থেরা বিশ্বকাপে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এমন দৃশ্য সূর্যের জন্য ইতিবাচক হবে না। গত বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য তো নয়ই।

যে সব বল সূর্য অনায়াসে ফিল্ডারদের মাথার উপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠাতেন, সেই ধরনের বলে শট নিয়ে দ্বিধায় ভুগছেন। বার বার ব্যাটিং অর্ডারে জায়গা বদল করছেন। ফর্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছেন সূর্য। আত্মবিশ্বাসের অভাব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে সূর্যের খেলায়। এতে দলের অন্য ক্রিকেটারদের মধ্যেও অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপের।

২০২৪ সালের বিশ্বকাপের পর অধিনায়ক করা হয় সূর্যকে। নেতৃত্বের ভার তাঁর খেলায় প্রভাব ফেলতে পারে। তার পর থেকেই ক্রমশ খারাপ হয়েছে পারফরম্যান্স। প্রাক্তন ক্রিকেটার রবীন উথাপ্পা বলেছেন, "সূর্যের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। যে কোনও দিন ম্যাচ জেতাতে পারে। দলে ওর মতো ব্যাটারের প্রয়োজন রয়েছে। ওকে তিন নম্বরেই ব্যাট করানো হোক। তাতে বেশি বল খেলার সুযোগ পাবে। ফর্ম ফিরে পেতে সুবিধা হবে। ব্যাটিং অর্ডার বার বার পরিবর্তন করলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে।" তিনি আরও বলেছেন, "সূর্যের মতো ক্রিকেটারের সমস্যা ঠিক কী, এটা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। দু'চারটে ভাল শট খেলে আউট হয়ে যাচ্ছে। তাতে দলের উপর চাপ পড়ছে। তিলক বর্মার মতো তরুণ ক্রিকেটারদের পরিস্থিতি সামলাতে হচ্ছে। সব ম্যাচে এই পদ্ধতি সফল না-ও হতে পারে।" বিশ্বকাপের আগে সূর্যের ফর্মে ফেরা ভারতের জন্য জরুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবনে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সূর্যের স্ট্রাইক রেট এখনও ১৬৪.০৫। গত এক বছরের ব্যর্থতার পরও। সূর্যকে ডাকা হয় 'স্কাই' নামে। ভারতের বিশ্বকাপের আকাশে উজ্জ্বল সূর্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা উপলব্ধি করছেন। ক্রিকেটপ্রেমীদের উদ্বেগ বাড়ছে। গম্ভীর আস্থা রাখছেন। সূর্যও চেষ্টা করছেন নিশ্চিত ভাবে। তবু আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

আগরতলায় দু-টি টেনিস টুর্নামেন্ট ১৪ ও ২৮শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আগামী ১৪ ডিসেম্বর রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং আগামী ২৮ ডিসেম্বর অরুন কান্তি ভৌমিক স্মৃতি স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে, মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে।

রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বালক-বালিকা দুই বিভাগের এন্টি জমা দেবার শেষ তারিখ ১৩ ডিসেম্বর এবং স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বালক বালিকা দুই বিভাগের এন্টি জমা দেবার শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

জাতীয় মহিলা কাবাডি রাজ্য দল গঠন শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। চলতি মাসের ২৫ থেকে ২৮ শে ডিসেম্বর কলকাতার দমদমে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জুনিয়র বালিকাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাবাডি খেলোয়াড়রা অংশ নেবে। রাজ্য থেকেও জুনিয়র বালিকাদের একটি দল এবারের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে। তাই রাজ্য দল গঠন করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা কাবাডি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বুধবার আয়োজন করা হয় এক দল গঠন শিবির। আগরতলা এনএসআরসিসিতে আয়োজিত একদিনের এই শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৬ জন কাবাডি খেলোয়ার অংশগ্রহণ করে। দিনব্যাপী চলা এই শিবির থেকে গঠন করা হয় চূড়ান্ত রাজ্য দল। এবার কলকাতার রওনা দেবার আগে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে দশদিনের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করবে কাবাডি এসোসিয়েশন। প্রশিক্ষণের শেষে রাজ্যের খেলোয়াড়রা রেলপথে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন ত্রিপুরা কাবাডি এসোসিয়েশনের সচিব হুলু পাল।

বাইজলবাড়িতে সিন্থেটিক ফুটবল মাঠের উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বর্তমানে রাজ্য নেশার রমরমায় ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে যুবসমাজ। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে হলে ময়দান মুখী করতে হবে যুব সমাজকে। স্পোর্টস এর উপর গুরুত দিতে হবে। বুধবার খোয়াই বাইজালবাড়ি এলাকায় চার কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নব নির্মিত সিন্থেটিক ফুটবল মাঠের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন টিটিএডিসি এএআরসি কমিটির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। পাশাপাশি এদিন বাইজালবাড়িতে আরও একটি স্পোর্টস বিদ্যালয় ও একশ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেলের শিলান্যাস করেন তিনি। মোট আট কোটি টাকায় নির্মিত হবে এই বিদ্যালয়। খেলাধুলা এমন একটি মাধ্যম যা শুধু ত্রিপুরা নয় সারা দেশের মধ্যে সুনাম অর্জন করা সম্ভব খেলাধুলার মাধ্যমে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বলেন টিটিএডিস এএআরসি কমিটির চ্যারপার্সন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ।শুধু তাই নয় নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে হলে যুবকদের ময়দানমুখী করতে হবে। তার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আগামীদিনে জনগণ যদি সযোগ করে দেয় আগামীদিনে এডিসি উন্নয়নের জন্য আরও বেশি পরিসরে কাজ করবেন তিনি। এদিন এই আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীতে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ এর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন টিটিএডিসির চিফ একজিকিউটিভ মেম্বার পূর্ন চন্দ্র জমাতিয়া, একজিকিউটিভ মেম্বার সোহেল দেববর্মা, রামচন্দ্রঘাট বিধানসভার মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

কোচবিহার ট্রফি : তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ইনিংস পরাজয়ের শঙ্কায় কুপোকাৎ ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আজ ফলোঅনের সম্মুখীন হয়েছে। আগামীকাল ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন হবে। অতঃপর ইনিংসে হেরে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট উপহারস্বরূপ প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে পরবর্তী ম্যাচের দিন গণনা শুরু। ত্রিপুরা ক্রিকেট দলের এখনকার হাল হকিকৎ অনেকটা এইরকমই। বিশেষ করে কোচবিহারে ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ১৯ চার দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে। এলিট এ গ্রুপের খেলায় তৃতীয় রাউন্ডে ত্রিপুরা দল তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছে। প্রায় দেড় দিন ধরে ব্যাট চালিয়ে তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে ১৩২ ওভারে আট উইকেটে ৪৪৫ রানে ইনিংস ঘোষণার পর ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা প্রতিপক্ষের পাহাড় প্রমাণ রানের চাপে একেবারে কুপোকাৎ বলা যায়। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪৬ ওভার খেলার সুযোগ পায়, তবে ইতোমধ্যে ব্যাট চালানোর বহর দেখে ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সদের অনেকটা ভীত সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। গড় রান সাকূল্যে ১.৩৯ হলেও, তার থেকেও দুঃসংবাদ, ইতোমধ্যে ত্রিপুরা দলের আট উইকেটের পতন ঘটে গেছে। দিনের শেষে মোট রান ৬৪। রিয়াদ হোসেনের ব্যাটে ১৬ রান এবং ওপেনার দেবজ্যোতি পালের ব্যাটে দশ রান শুধুমাত্র দুই অঙ্কের চেহারা। বাকিরা দুই, পাঁচ, চার, ছয় রান সংগ্রহ করে আউট হয়ে প্যাভেলিয়ন মুখী হওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়েছে। মোটকথা ত্রিপুরা দল এই মুহূর্তে ৩৮১ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট সাকূল্যে দুইটি। ফলোঅন এড়ানো সম্ভব হবে না ধরে নিয়েই অনুমান করা হচ্ছে ইনিংস পরাজয়ও হয়তো রাজ্য দল এড়াতে পারবে না। ট্র্যাডিশনাল ভাবেই ইনিংস সহ পরাজয় এবং ৪ দিনের ম্যাচ তিন দিনে শেষ করার রেওয়াজ টিকে থাকবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তামিলনাড়ুর ব্যাটার্সদের মধ্যে সাবিন এর অপরাজিত শত রান তাঁদের বড় স্কোরের পেছনে অন্যতম যোগান। এছাড়া হেম ছোদেশানের ৫৫ রান যও উল্লেখ করার মতো। প্রারম্ভিক ব্যাটার্সদের মধ্যে রাজ জ্যামির ৭৮ রান, খুশ বারদিয়ার ৫৯ রান এবং বিনীত এর ৫১ রানও উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ত্রিপুরার শুভজিৎ দাস, সিদ্ধার্থ দেবনাথ এবং রিয়াদ হোসেন প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। তামিলনাড়ু অলরাউন্ডার হেম ছোদেশান ১৭ রানে তিনটি এবং সন্দীপ ও কিশোর দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

বিজয় মার্চেন্ট : ইনিংস পরাজয় এড়ালেও ১০ উইকেটে উ:প্রদেশে পর্যুদস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হলেও আখেরে লাভ হয়নি দুর্দান্ত জয় পেয়েছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ। ১০ উইকেটে ত্রিপুরাকে হারিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচেই ত্রিপুরা দলকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি বালকদের অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এলিট-এ গ্রুপে ত্রিপুরা আজ, বুধবার ইনিংস পরাজয় এড়ালেও ১০ উইকেটে পরাজয় এড়াতে পারেনি। কর্ণাটকের শিমোগায় নাভোলি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে উত্তর প্রদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৩১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ত্রিপুরা দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১০৭ রানে। ফলোঅনে পুনরায় ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা দল ২৮ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ বুধবার তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে ত্রিপুরা দল ২৩৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পক্ষান্তরে উত্তর প্রদেশ তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় ১৪ রান সংগ্রহ করে নেয়। ত্রিপুরার পক্ষে রাজদীপ দেবনাথের ৪৪ রানের পাশাপাশি, সোমদেব শীল এর ৮০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরার পক্ষে পৃথ্বীরাজ গোপের অপরাজিত ২৯ রান এবং ওপেনার রাজদীপ দেবনাথ এর ২৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো ছিল। এদিকে উত্তরপ্রদেশের ব্যাটার্সদের মধ্যে ওপেনার হীতেশ কুমারের ৭৫ রান, আরুশ গুপ্তের ৬৬ রান, অধিনায়ক অলোক কুমারের ৫০ রান দলের স্কোর বেশ সমৃদ্ধ করে তোলে। বোলিংয়ে ত্রিপুরার তুহিন দেবনাথ ৭৪ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। উত্তর প্রদেশের পৃথ্বীরাজ সিংও চারটি উইকেট তুলে নেয় ১৩ রানের বিনিময়ে। কৃষ্ণ যাদব (৫.১-৫-০-৩) তিনটি উইকেট পায় কোনও রান না দিয়েই। দ্বিতীয় ইনিংসেও পৃথ্বীরাজ ৪৬ রানে দুটি এবং কৃষ্ণ ৪৩ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়েছে। গ্রুপের অপর খেলায় গুজরাট ইনিংস সহ ১১১ রানের ব্যবধানে চন্ডিগড় কে পরাজিত করেছে। অপর খেলাটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে বিদর্ভ ৩ পয়েন্ট পেয়েছে।

আগামীকাল থেকে জাতীয় জুডো ইম্ফলে সাফল্যের লক্ষ্যে ত্রিপুরা দলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুডোকারা রওয়ানা হয়েছেন। আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে খেলবেন মণিপুরের ইম্ফলে। জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে। অল ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় রাজ্য দল ঘোষণার পর আজ তাঁরা মনিপুরের উদ্দেশ্যে রেল পথে রওনা হয়েছেন। মনিপুরের ইম্ফলে আয়োজিত জাতীয় সিনিয়র জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা দল আজ রেলপথে রওনা হয়েছেন। আগামী ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ইম্ফলে জুডোর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য দল : পুরুষ বিভাগ : রিকসন দেববর্মা, পরিচয় দেববর্মা, উত্তম সরকার, সম্রাট মল্ল, জোসেফ লাল নুনফেলা, সায়ন দে, বিকাশ দেব ও সাগরদ্বীপ নন্দী। মহিলা বিভাগ : তানিয়া দাস, পপি ভৌমিক, অনাসালিয়া রিয়াং, দেবরী ডার্লং, হেমা দেবী চাকমা, দীপা নমঃশূদ্র, দেবস্মিতা বৈদ্য ও অবলিনা দেববর্মা। কোচ বীনা দেবনাথ ও বিমান বৈদ্য। ম্যানেজার ধনপতি দেববর্মা, অফিসিয়াল প্রণব সাহা। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিকেলে বাধারঘাটে দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ইন-ডোর হলে অল ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের জার্সি বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজ্য দলের সাফল্যের বিষয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

দলে সুযোগ না পেয়ে কোচকে পেটালো তিন ক্রিকেটার !

পন্ডিচেরী।। পক্ষপাতিত্বের কারণে দলে সুযোগ পাচ্ছেন না। অভিযোগ, সেই রাগে অনূর্ধ-১৯ দলের কোচ এস বেঙ্কটরামনকে ব্যাট দিয়ে মারধর করলেন তিন ক্রিকেটার। এতটাই আঘাত পেয়েছেন ওই কোচ যে, মাথায় ২০টি সেলাই পড়েছে তাঁর। আঘাত পেয়েছেন শরীরের অন্যান্য অংশেও। থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তিন ক্রিকেটারই পলাতক। বোর্ড জানিয়েছে, তারা কড়া ব্যবস্থা নেবে। ঘটনাটিতে ঘটেছে ৮ ডিসেম্বর পণ্ডীচেরী ক্রিকেট সংস্থার (সিএপি) কমপ্লেক্সে। ঘটনাচক্রে, তার পর দিনই 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রে একাধিক তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কী ভাবে অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় ক্রিকেটারদের বাদ দিয়ে ভিন্রাজ্যের ক্রিকেটারদের খেলানো হচ্ছে পণ্ডীচেরীর হয়ে, তা তুলে ধরা হয়েছে। তার জন্য ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সংস্থার কর্তা থেকে ব্যবসায়ী, বিভিন্ন মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে এই কাজে। সবই চলেছে বোর্ডের নাকের ডগায়।

স্থানীয় সেদরাপেট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন বেঙ্কটরামন। সাব-ইনস্পেক্টর এস রাজেশ বলেছেন, "বেঙ্কটরামনের কপালে ২০টি সেলাই পড়েছে। এখন স্থিতিশীল। তিন ক্রিকেটারই পালিয়েছে। আমরা ওদের খোঁজার চেষ্টা করছি।"

তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই এই ঘটনা ঘটেছে। থানায় করা অভিযোগে বেঙ্কটরামন জানিয়েছেন, ৮ ডিসেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ তিনি সিএপি কমপ্লেক্সের ইন্ডোর নেটে ছিলেন। অভিযোগ, তখন তিন ক্রিকেটার কার্তিকেয়ন, অরবিন্দরাজ এবং সন্তোষ কুমার এসে তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় ওই তিন ক্রিকেটারের বাদ পড়ার নেপথ্যে বেঙ্কটরামনকেই দায়ী করেন। অরবিন্দরাজ হঠাৎ বেঙ্কটরামনকে চেপে ধরেন বলে অভিযোগ। সন্তোষের নিয়ে আসা ব্যাট হাতে নিয়ে কার্তিকেয়ন নাকি কোচকে মারধোর করেন। খুনও করতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন বেঙ্কটরামন।

বেঙ্কটরামনের অভিযোগ ভারতীদাসন পণ্ডীচেরী ক্রিকেটার্স ফোরামের সচিব জি চন্দ্রনের দিকে। চন্দ্রনের নির্দেশেই তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ বেঙ্কটরামনের। ফোরামের সভাপতি সেন্থিল কুমারন সব অভিযোগ উড়িয়ে বলেছেন, "বেঙ্কটরামনের বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন উনি। অশ্লীল ভাষায় কথা বলেন। চন্দ্রনের বিরুদ্ধে ওঁর বিদ্বেষ রয়েছে। সকলেই তা জানেন। কারণ গত সাত বছরে চন্দ্রন ওঁর কাজকর্ম নিয়ে বার বার অভিযোগ করেছেন সিএপি এবং বিসিসিআইয়ের কাছে।" বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, "সংবাদ প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তোলা হয়েছে। বোর্ড দ্রুত সেগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।"

জাগরণ 11 December, 2025, Tuesday আগরতলা ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং, ■ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

উদয়পুরে ১৫ দিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসবের উদ্বোধন নাটক সমাজের আয়না: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ ডিসেম্বর: নাটক সমাজের আয়না। নাটক মানুষের জীবন, সমাজ ও সময়ের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। তাই সমাজকে সচেতন করতে এই মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ উদয়পুর রাজর্ষি হলে ১৫দিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও পরম্পরা একটি জাতির শক্তির প্রতীক। রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া পুতুলনাচ পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, নির্দেশকের সৃজনশৈলী ও পরিকল্পনার ওপর নাটকের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে। তিনি আরও বলেন, নাট্যশিল্পের শক্তি মানুষের মধ্যে অনুভূতি জাগায়, প্রশ্ন তোলে এবং সমাজকে ভাবতে শেখায়। কলেজ জীবনের নাট্য অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নাট্যচর্চা জীবনের মূল্যবোধ শিখতে সাহায্য করে। ত্রিপুরায় ইন্টার অফিস ড্রামার কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ আয়োজন থেকে বহু প্রতিভাবান কর্মকর্তা শিল্পী হিসেবে উঠে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় নাট্যচর্চার পরিবেশ আরও প্রসারিত হবে এবং নিউ ত্রিপুরার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিকাশ বড় ভূমিকা রাখবে।

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় অনুষ্ঠানে বলেন, বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিল্পীদের সম্মেলন রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে।

তরুণ নাট্যকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ভবিষ্যতের মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি উৎসবের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মী, সংগঠন ও নাট্যদলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, নাট্যব্যক্তিত্ব শান্তি মোহন রক্ষিত, সমাজসেবী সবিতা নাগ প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। এবারের নাট্য উৎসবে সারা রাজ্য থেকে ৩৩টি নাট্য দল অংশ নিয়েছে। নাটক চলবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সাব্রুমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ সাব্রুম মহকুমার পোয়াংবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল প্রথমেই পোয়াংবাড়ি ব্লকের সুভাষনগর পঞ্চায়েতের কাটবাইস্যা এডভেঞ্চার পার্ক পরিদর্শন করেন। এখানে তিনি বেশ কয়েকজন পানচাষি, ধানচাষি, প্রাণীপালক, হাঁস-মোরগ পালকদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর রাজ্যপাল শ্রীনগর বর্ডার হাট পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল বর্ডার হাটস্থিত জিরো পয়েন্টও পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে তিনি শ্রীনগর বিওপি পরিদর্শন করেন। এই বিওপিতে রাজ্যপাল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সামরিক অস্ত্র প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন। সীমান্ত এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। এরপর রাজ্যপাল পশ্চিম টাক্কাতুলসী ভিলেজ কার্যালয় পরিদর্শন করে ভিলেজের নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ নেন। প্রত্যেকটি এলাকা পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেয়ে সীমান্ত এলাকার মানুষের কতটা আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন হয়েছে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলি যাতে শক্তিশালী হয়, শহরের মানুষের মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং কুটির শিল্প, প্রাণীপালন ও কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন ঘটে সে বিষয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু গুরুত্বারোপ করেন। রাজ্যপালের সফরের সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, পোয়াংবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মনিবালা বৈদ্য, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহ: সাজ্জাদ পি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌর্য্যকৃষ্ণ, লোক ভবনের যুগ্ম সচিব জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, বিএসএফের ১২১ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট সুনীল কুমার মিশ্র এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকগণ।

দেশ-বিদেশ থেকে ১২২জন ট্যুর অপারেটর রাজ্যে আসছেন ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: গত এক মাসব্যাপী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আয়োজন করা হচ্ছে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট ২০২৫। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। আগামী ১২ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এতে রাজ্যের স্বনামধন্য শিল্পীদের পাশাপাশি বলিউডের বিখ্যাত প্লে ব্যাক সিঙ্গার জুবিন নউটিয়াল সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এই কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে আজ গীতাঞ্জলি অতিথিশালায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী জানান, আগামী ১২ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার সৌরভ গাঙ্গুলি উপস্থিত থাকবেন। তিনি জানান, প্রোমো ফেস্টের নামের পাশে এবছর ইউনিটি শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো রাজ্যে জাতি জনজাতির মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনকে শক্তিশালী করা। এই উৎসবে জাতি জনজাতিদের সংস্কৃতি, বেশভুষা, খাদ্য, ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই উৎসব রাজ্যের সংস্কৃতির একটি ব্র্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের রাজ্য ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসব আলাদা উন্মাদনার মাত্রা সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরতে প্রোমো ফেস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ১২ ডিসেম্বরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের জন্য ৩ ধরনের পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলি হলো ভি.ভি.আই.পি., ভি.আই.পি. এবং সাধারণ ক্যাটাগরির পাস। আগামীকাল বিকাল ৫টা পর্যন্ত পর্যটন দপ্তরের শ্বেতমহলস্থিত প্রধান কার্য্যালয়ে সাধারণ ক্যাটাগরির পাস বন্টন করা হবে। তিনি বলেন, গতবারের প্রোমো ফেস্ট উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৭৮জন ট্যুর অপারেটর রাজ্যে এসেছিলেন। এবারের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আগামীকাল আমাদের দেশের ২৭টি রাজ্য থেকে মোট ১২২ জন ট্যুর অপারেটর রাজ্যে আসবেন। তাছাড়াও থাইল্যান্ড, ভুটান, মায়ানমার এবং মালয়েশিয়ার ট্যুর অপারেটররাও আগামীকাল রাজ্যে আসছেন।

তাদের মাধ্যমেই আগামীদিনে বহির্বিশ্বে ত্রিপুরার পর্যটন শিল্প উন্মোচিত হবে। ফলে আরও অধিক পরিমাণে বিদেশি পর্যটক রাজ্যে আসবেন বলে পর্যটনমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিদেশি পর্যটক আগমনের দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য সিকিমের পরেই রয়েছে। আমাদের রাজ্যে পর্যটন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি আমাদের আতিথেয়তা, গুণমানসম্পন্ন পরিষেবা, সততার মানকেও বৃদ্ধি করতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আইজি, (আইন শৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দর্শকদের ঢোকার জন্য মোট ৮টি গেট থাকবে। এরমধ্যে পরিবহণ ভবনের পাশের গেট দিয়ে ভি.ভি.আই.পি, আস্তাবল ব্রিজের পাশের ২টি গেট দিয়ে ভি.আই.পি. এবং বাকি ৫টি গেট দিয়ে সাধারণ শ্রেণির দর্শকরা প্রবেশ করতে পারবেন। প্রবেশকালে পানীয়জলের বোতল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। ট্রাফিক দপ্তর থেকে ৭টি নো এন্টি পয়েন্ট, ৬টি করে পার্কিং এবং নো পার্কিং জোন এবং ৩টি বিকল্প পথের ব্যবস্থা করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সচিব ইউ.কে. চাকমা, ট্রাফিক এসপি, কান্তা জাঙ্গির, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এবং দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি।

খোয়াইয়ে ডিস্ট্রিক্ট লেবার টাস্ক ফোর্সের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ ডিসেম্বর:আজ বিকালে জেলা শ্রম আধিকারিকের কার্য্যালয়ের উদ্যোগে জেলাশাসক কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে ডিস্ট্রিক্ট লেবার টাস্ক ফোর্সের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক রজত পন্থ।

জেলা শ্রম আধিকারিক সুজিত লস্কর জানান, চলতি বর্ষের ১ জুন থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জেলা লেবার টাস্ক ফোর্স গণকি, পুরান বাজার, দুর্গানগর, সিঙিছড়া, সুভাষপার্ক বাজার সহ খোয়াই শহর এলাকার বিভিন্ন মিষ্টি দোকান, মোটর গ্যারেজ, হোটেল, গ্যারেজ ও রেস্তোরা সমূহে অভিযান চালিয়েছে। এছাড়া জেলার ৬টি স্থানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে জেলায় কোন স্থানে শিশু শ্রমিক পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্বপন সরকার প্রমুখ।

ব্যাঙ্ক কর্মীকে পিটিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: ব্যাঙ্ক কর্মীকে পিটিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর কিল্লা থানা এলাকায়। উদয়পুর কিল্লা থানাধীন গৌতমিনী এলাকায় সন্ধ্যায় নাগাদ দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া তাণ্ডব। গ্রাহকের বাড়ি থেকে লোনের কিস্তির টাকা সংগ্রহ করে ফিরছিলেন এক ব্যাংক কর্মী। ঠিক সেই সময় পথ আটকায় ছয়জন দুষ্কৃতী। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে যায় ছিনতাই ও হামলার ঘটনা। জানা গেছে, আক্রান্ত ব্যাংক কর্মীর নাম সবুজ মির্দা (২৬), বাড়ি কাকড়াবন কলেজ টিলা। এদিন তিনি বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে লোনের কিস্তির টাকা সংগ্রহ করছিলেন। সেই টাকা ও গ্রাহকদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক সংক্রান্ত নথি তাঁর ব্যাগে ছিল। গৌতমিনী এলাকায় পৌঁছতেই হঠাৎ ছয়জন দুষ্কৃতী সবুজ বাবুর পথরোধ করে।

কোনো কথা না-বলে তুলে ধরে মারধর শুরু করে তারা। এরপর তাঁর কাছ থেকে ২৭,০০০ টাকা এবং গ্রাহকদের ব্যাংক ডকুমেন্টস ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।হামলার ফলে আহত অবস্থায় পড়ে থাকেন সবুজ মির্দা। তৎক্ষণাৎ সবুজ মির্দা চিৎকার চেঁচামেচি করে।

বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রেখে অপপ্রচার, তুলাশিখর ব্লকের দুই গ্রামে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: রাজ্যের কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করার এক অদ্ভুত প্রবণতা দেখা দিয়েছে। বকেয়া বিলের দায় উল্টে বিদ্যুৎ নিগমের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার ঘটনাও সামনে এসেছে। তুলাশিখর ব্লকের আশারামবাড়ি এডিসি ভিলেজের নারায়ণ বস্তি ও লিঙ্গায়া বস্তির সাম্প্রতিক ঘটনা বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করেছে।

বিদ্যুৎ নিগম সূত্রে জানা গেছে, এই দুই এলাকায় মোট ৩৮ জন গ্রাহকের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত নিয়মিত বিল পরিশোধ করেছেন মাত্র ২ জন। গোটা সাব-ডিভিশনে বিল পরিশোধের গড় হার যেখানে মাত্র ১৫ শতাংশ, সেখানে এ ধরনের পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। নিগমের কর্মীরা বহুবার গ্রামে গিয়ে অনুরোধ করলেও অধিকাংশ গ্রাহক তাতে সাড়া দেননি; বরং অভিযোগ, সুযোগ পেলেই কর্মীদের দোষারোপ করা হয়েছে।

গত অক্টোবরের শুরুতে এলাকার ২৫ কেভিএ ট্রান্সফরমারটি হঠাৎ বিকল হলে, অভিযোগ তোলার ক্ষেত্র তৈরি হয়। তবে বিদ্যুৎ নিগম সময় নষ্ট না করে পরদিনই অস্থায়ীভাবে ওই দুই এলাকাকে পার্শবর্তী এলাকার এল.আই. স্কিমের ৬৩ কেভিএ ট্রান্সফরমারের সঙ্গে যুক্ত করে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখে। ফলে এক মুহূর্তও বিদ্যুৎ বন্ধ ছিল না। ৭ ডিসেম্বর দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও ওইদিন বিকেলে অস্থায়ী ব্যবস্থার ৬৩ কেভিএ ট্রান্সফরমারটিও বিকল হয়ে যায়। পরদিন, ৮ ডিসেম্বর, নিগমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেরামতির চেষ্টা করেন। প্রযুক্তিগত জটিলতা কাটানো সম্ভব না হওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় ট্রান্সফরমার সম্পূর্ণ বদল করা হবে, এবং সেই কাজও শুরু হয়ে যায়। ঠিক এই সময়েই এলাকায় হঠাৎ প্রচার শুরু হয় যে "দুই মাস ধরে বিদ্যুৎ নেই।" কিছু সংবাদমাধ্যমও এই বিভ্রান্তির ফাঁদে পা দেয়।

পরবর্তীতে জানা যায়, এই অপপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বকেয়া বিল আদায় রোধ করা এবং পরিস্থিতি এমনভাবে তৈরি করা যাতে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়ানো যায়।

বিদ্যুৎ নিগম জানিয়েছে, গোটা রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দ্রুত বিকল্প সংযোগ প্রদান, মাঠ পর্যায়ে উপস্থিত থাকা, এবং নতুন ট্রান্সফরমার বসানোর উদ্যোগ এসবই তাদের আন্তরিকতার প্রমাণ।

নিগমের আবেদন, পরিষেবা আরও উন্নত করতে গ্রাহকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। নিয়মিত বিল পরিশোধ করলে শুধু পরিষেবা বজায় থাকে না, বরং তা আরও শক্তিশালী হয়। কারণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সচল রাখতে যেমন নিগম দায়বদ্ধ, তেমনি সমান দায়িত্ব গ্রাহকদেরও।

মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: ত্রিপুরায় পর্যটনের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং রাজনগর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে আজ বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুরে তিনদিন ব্যপী পর্যটন ও মিলন মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। তিনি বলেন, বিভিন্ন মেলায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের আগমনের ফলে সকলের মধ্যে একতা তৈরী হয় ।শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তাই তিনি সকলকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, এই ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল অংশের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি, সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, সমাজসেবী চন্দন দেবনাথ প্রমুখ ।অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জয়দেব সরকার, বিলোনিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক দেবাশিস দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজনগর ব্লকের বিডিও বিদ্যাসাগর ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ নাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক মঞ্চে সারারাত ব্যপী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও অতিথিগণ সরকারি প্রদর্শনী স্টলের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ২৫ জনের হাতে পাট্টার দলিল তুলে দেওয়া হয়।

দলীয় অফিসে হামলার প্রতিবাদে ধর্মনগরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল, কঠোর শাস্তির দাবি পিসিসি সভাপতির

ধর্মনগর, ১০ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর কংগ্রেস ভবন কার্য্যালয়ে গত ২৬ নভেম্বর সংঘটিত হামলা ও অগ্নিসংযোগ এবং কংগ্রেস কর্মী প্রমেশ মালাকারের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার ধর্মনগরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এই বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। মিছিলটি ধর্মনগর কংগ্রেস ভবন কার্য্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় কংগ্রেস ভবনের সামনেই এসে শেষ হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ প্রশাসন নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেয়। এইদিন উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিদ চৌধুরী, জেলা কংগ্রেস সভাপতি দিক বিজয় চক্রবর্তী, প্রদেশ কমিটির নেতৃত্ব চয়ন ভট্টাচার্য ও কেবল নন্দী, যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

স্ত্রী ও সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে যুবকের মৃত্যু

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর : স্ত্রী ও সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। আজ সকালে বিলোনিয়া থানার বড়পাথরি এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্ত্রী ও সন্তানকে স্কুলে নামিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন শ্যামল পাটারী। পথে একটি দ্রুতগামী ট্রাক আচমকাই তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন শ্যামল। প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শ্যামল পাটারী পেশায় রংমিস্ত্রি ছিলেন। তার বাড়ি বড়পাথরি লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের গর্জনিয়া এলাকায়।

ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ট্রাকটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা শুরু করেছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।

জগৎপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের বসতঘর ভস্মীভূত

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের জগৎপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মতাই কৃষ্ণপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কৃষক সাধন মজুমদারের বসতঘর। গতকাল রাতের এই দুর্ঘটনায় ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় ।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলকর্মীরা। তাদের তৎপরতায় আগুন ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায় আশপাশের বাড়িঘর।

বাজারে চুরি করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়লো এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১০ ডিসেম্বর: উত্তর জেলার কদমতলা বাজারে চুরি করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি। পরে উত্তম মধ্যম দিয়ে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তির নাম সুদীপ দাস (৩৪) তাঁর পিতা মৃত সতু দাস। বাড়ি দামছড়া থানা এলাকায় হলেও বর্তমানে তিনি ধর্মনগরের আলগাপুর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতো বলে সে পুলিশের কাছে জানায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কদমতলা বাজারের সব্জি ব্যবসায়ী উত্তম দাস সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসামের বালিরবন্ধ বাজারে দোকানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবজি গাড়িতে তুলছিলেন। সেই সময় সুদীপ দাস নামের ওই ব্যক্তি চুপিসারে উত্তম দাসের দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরি করার চেষ্টা করে। তখন অপর এক ব্যবসায়ীর নজরে আসতেই তিনি চিৎকার করে উঠলে অন্যান্য ব্যবসায়ী ও উপস্থিত জনতা ছুটে এসে তাকে আটক করে।

এরপর ক্ষুব্ধ বাজার ব্যবসায়ীরা অভিযুক্তকে উত্তম মধ্যম দিতে শুরু করেন।খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে সে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

আমাদের শিশুদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে: সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি।, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর: শিশু দত্তক নেওয়া এক মহৎ কাজ। শিশুকে দত্তক দেবার সময় শিশুর ভবিষ্যৎ, তার সুরক্ষা ও বড় হবার বিষয়ে যাতে কোন ত্রুটি ও গাফিলতি না থাকে সে বিষয়ে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। সমাজের যেসকল ব্যক্তি শিশু দত্তক নিতে আগ্রহী তারা যাতে আরও সচেতন হন সে লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ।সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে আয়োজিত শিশু দত্তকগ্রহণকারী ও সম্ভাব্য দত্তকগ্রহণকারী অভিভাবকদের নিয়ে একদিনের আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ ছাড়াও জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শক, সিডিপিও, সিএমও এবং অভিভাবকগণ অংশ নেন। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। আজ আমরা বিকশিত ভারতের কথা বলছি। ভারতকে বিশ্বগুরু করার ভাবনা চলছে। তাই সর্বাগ্রে আমাদের শিশুদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে অনেক অনাথ ও অসহায় শিশু রয়েছে। রাজ্যে রয়েছে ৪৪টি হোম। এই হোমগুলিতে প্রায় ১ হাজার শিশু রয়েছে। দিব্যাঙ্গ, অনাথ ও হোমের শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলাধুলা প্রভৃতি পরিষেবা দেবার জন্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর আন্তরিক রয়েছে। তিনি বলেন, আগ্রহী অভিভাবকরা শুধু মা-বাবা নেই এমন বাচ্চা নয়, যেসকল বাচ্চা হোমে থেকে ক্লাস ওয়ান, টু, থ্রি বা ফোর এ পড়াশোনা করে তাদেরও দত্তক নিতে পারেন। এজন্য দেশে একটা সিঙ্গেল পোর্টাল আছে তাতে তারা আবেদন করতে পারেন। দত্তক নেবার জন্য আইনকে সরলীকরণ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই ধরণের আলোচনাচক্র জেলা পর্যায়ে সংগঠিত করার জন্য দপ্তরের চিন্তাভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর সমাজে পিছিয়ে পড়া, অন্তিম ব্যক্তি তাদের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই দপ্তর মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা দপ্তরের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গজনরাও আজ সমাজে পিছিয়ে নেই। আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় শিশু দত্তক গ্রহণের নিয়মাবলী

শারদার্ঘ্য ও ধনতেরাস ধনসম্প্রিদ্ধি ফেস্টিভ অফারের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স

আগরতলা, ১০ই ডিসেম্বর: ত্রিপুরার অন্যতম বিশ্বস্ত ও সম্মানিত গয়নার ব্র্যান্ড স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজন করল দুর্গাপূজা সিজনের শারদার্ঘ্য এবং দীপাবলি সিজনের ধনতেরাস ধনসম্প্রিদ্ধি উৎসব উপলক্ষে লাকি ড্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মেগা লাকি ড্র, বাম্পার লাকি ড্র এবং ডেইলি লাকি ড্র বিজয়ীদের হাতে আনন্দঘন পরিবেশে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যে পুরস্কারগুলি প্রদান করেছে ৪টি স্বর্ণের নেকলেস (মেগা লাকি ড্র), ৯২টি স্বর্ণের মুদ্রা (ডেইলি লাকি ড্র), ৫টি হিরের আংটি (বাম্পার লাকি ড্র)

এই অনুষ্ঠান গ্রাহকদের প্রতি ব্র্যান্ডের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন

"এই উৎসব মৌসুম আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশেষ। কয়েকদিন আগেই আমরা 'শপ অ্যান্ড উইন মেগা লাকি ড্র'-এর ৬টি স্কুটার ও ১টি গাড়ি গ্রাহকদের হাতে তুলে দিয়েছি। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সবসময় বিশ্বাস করেআমাদের ক্রেতাদের মুখের হাসিই আমাদের প্রকৃত সুখ। ত্রিপুরাবাসীর অশেষ ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রত্যেক পরিবারের সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও সুখ কামনা করি।"

তিনি আরও জানান যে, আসন্ন ১৭ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উইন্টার ফেস্টিভ্যাল গ্র্যান্ড অফার, যেখানে থাকছে বহু আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা ও চমকপ্রদ অফার।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সম্পর্কে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স বিশুদ্ধতা, আস্থা এবং নিখুঁত কারিগরির জন্য ত্রিপুরাজুড়ে সুপরিচিত। স্বর্ণ, হিরে এবং রুপোর বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ, সততা, স্বচ্ছ পরিষেবা এবং দীর্ঘদিনের গ্রাহক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্র্যান্ডটি ত্রিপুরার গয়নাপ্রেমীদের কাছে অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। বহু বছরের নিষ্ঠা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজও সমানভাবে মানুষের কাছে বিশ্বাসের প্রতীক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas